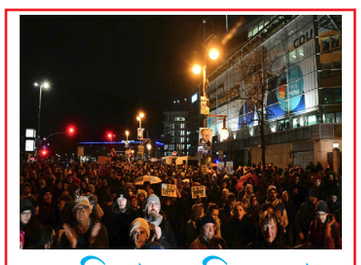

অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে জার্মানিতে প্রস্তাব পাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

সারে-জমিন

সৌদিতে কাজে গিয়ে মৃত্যু হরিহরপাড়ার প্রবাসী শ্রমিকের

রূপসী বাংলা

ট্রাম্প যেভাবে জায়নবাদী পরিকল্পনাকে উসকে দিলেন

সম্পাদকীয়

মাধ্যমিক ২০২৫ : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

স্টাডি পয়েন্ট

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অধিনায়কদের অনুষ্ঠান বাতিল

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
১৮ মাঘ ১৪৩১
২ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 31 ■ Daily APONZONE ■ 1 February 2025 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

আজ কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ অর্থমন্ত্রী সীতারমনের

আপনজন ডেস্ক: কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ ২০২৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৫ পেশ করবেন। অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা সংসদের অফিসিয়াল চ্যানেলগুলিতেও পাওয়া যাবে। ২০২৫ সালে অষ্টম বাজেট পেশ করবেন নির্মলা সীতারমন। এর আগে তিনি ছয়টি বার্ষিক ও দুটি অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করেন। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের পরিবর্তন ও ঘোষণার প্রত্যাশায় শিল্প ও করদাতারা কেন্দ্রীয় বাজেটের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের পেশ করা ২০২৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট টিভি, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এবং অনলাইন পোর্টাল সহ একাধিক প্ল্যাটফর্মে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে।বাজেট পেশের আগে শুক্রবার অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন সংসদে। সামনে বেশ কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচন। সেকথা মাথায় রেখে সীতারমন নানা ঘোষণা করতে পারেন বাজেটে।

পদবি দেখে ধর্ম বোঝা না যাওয়ায় ময়দানে বিজেপি কাউন্সিলর

হিন্দু-মুসলিম বুঝতে দোকানদের পুরো নাম লেখার দাবি দিল্লিতে

আপনজন ডেস্ক: দিল্লির পাটপরগঞ্জ আসনের বিজেপি প্রার্থী রবীন্দ্র নেগি বুধবার দিল্লি নির্বাচনের আগে একটি নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দেখা যায়। পূর্ব দিল্লির কাউন্সিলর নেগি এর আগে ২০২৪ সালের অক্টোবরে মুসলিম দোকানদারদের তাদের ব্যবসায়ের বাইরে তাদের 'আসল' নাম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলেন। বেশ কয়েকটি ভাইরাল ভিডিওতে রবিন্দর নেগিকে দোকানদারদের, বিশেষত যারা দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রি করে তাদের কাছে যেতে এবং তাদের আসল নাম প্রদর্শন করার নির্দেশ দিতে দেখা যায়।

পূর্ব দিল্লির বিজেপি কাউন্সিলরকে এক দোকানদারকে বলতে শোনা যায়, নবরাত্রি আসছে এবং হিন্দু গ্রাহকদের ভাবাবেগকে সমর্থন করার জন্য, লোকেরা দোকানগুলিতে তাদের মুসলিম নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করুক।

'তোমার একটি হিন্দু পদবি'

দিল্লির চাঁদের বিহারে রবীন্দর সিং নেগি 'তোমর ডেয়ারি'র মালিকের মুখোমুখি হয়ে তার নাম ও ধর্ম জানতে চান। দোকানদার আলতামাশ তোমর যখন নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেন, তখন নেগি প্রশ্ন তোলেন, দোকানে কেন এমন পদবি রয়েছে, যা সাধারণত হিন্দুদের সঙ্গে সম্পর্কিত।

রবীন্দ্র নেগি দোকানদারকে চাপ

দিয়েছিলেন নামটি পরিবর্তন করে এমন একটি নাম তৈরি করতে যা স্পষ্টভাবে তার মুসলিম পরিচয় নির্দেশ করে, হুমকি দেয় যে মেনে চলতে ব্যর্থ হলে দোকানটি জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হবে।

'রাওয়াল ডেয়ারি'

অন্য একটি ঘটনায়, রবিন্দর নেগি একজন দুগ্ধ বিক্রেতার মুখোমুখি হয়ে বলেন, আপনার নাম যখন মহম্মদ আয়ান, তখন কেন আপনি রাওয়াল ডেয়ারি লেখা একটি সাইনবোর্ড লাগিয়েছেন? হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন কেন? এটা অন্যায়। তাই অবিলম্বে নাম পরিবর্তন করাই ভালো।

একই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, রাস্তার ধারে এক ফাস্ট ফুড বিক্রেতার কাছে গিয়ে কাউন্সিলর নেগি তাকে বকাঝকা করেন। বলেন, হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা থেকে কিছুটা দূরে স্টল যেন অবিলম্বে সরিয়ে নেওয়া হয়।

তিনি আরও বলেন, আপনারা নিজেরা ব্যবস্থা না নিলে আমরা দোকান সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করব। পরে আমার কাছে এসে বলবেন না যে গরিব মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। কারণ, এখানে হিন্দুরা বসবাস করছেন এবং তারা গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ভিডিওতে দেখা যায়, কানোয়ার যাত্রা ও ছট পুজোর আগে কসাইয়ের দোকানে গিয়ে হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে সম্মান জানাতে দোকান বন্ধ রাখতে বলেন রবিন্দর নেগি।

নেগিকে পেমেন্ট অ্যাপ ব্যবহার করে দোকান মালিকদের নাম যাচাই করতে দেখা গেছে এবং তারপরে তাদের মুসলিম পরিচয় 'স্পষ্ট' করার জন্য নামগুলি প্রদর্শন করার হুমকি দিতে দেখা গেছে। শ্রাবণ, ছট পূজা এবং নবরাত্রির মতো হিন্দু ধর্মীয় উৎসব এবং সময়কালে নেগির মুসলিম দোকানদারদের হয়রানি অব্যাহত ছিল। অল্টনিউজ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছে, যেখানে রবিন্দর নেগিকে নবরাত্রির সময় মাছ ও মাংসের দোকানদারদের তাদের দোকান বন্ধ করতে বলতে দেখা গেছে। বিজেপি নেতাকে বিক্রেতাদের হুমকি দিয়ে বলতে শোনা যায়, আমাকে এখানে পাঁচ বছর থাকতে হবে। আপনারা যদি আমার কথা মেনে চলেন, তাহলে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, ৪৫ বছর বয়সি রবীন্দর সিং নেগি বিজেপির টিকিটে পাটপরগঞ্জ বিধানসভা আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং বর্তমানে বিনোদ নগরের প্রতিনিধিত্বকারী দিল্লি পৌর কর্পোরেশনের (এমসিডি) কাউন্সিলর হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ২০২০ সালে রবীন্দ্র নেগি আপের মণীশ সিসোদিয়ার কাছে মাত্র ২ শতাংশ ভোটে হেরেছিলেন। যদিও ২০২২ সালের এমসিডি নির্বাচনে, বিজেপি নেতা আপ প্রার্থীর বিরুদ্ধে ২,৩১১ ভোটের ব্যবধানে জেতেন।

২০২৫ সালের দিল্লি নির্বাচনে নেগি লড়ছেন আপের আভাধ ওঝা এবং কংগ্রেসের অনিল কুমার চৌধুরির বিরুদ্ধে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন ৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে, যার ভোট গণনা ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫।

পরীক্ষার্থীদের মাদ্রাসা ক্রীড়া ৪ তারিখে শেষ করার নির্দেশ জারি

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যজুড়ে মাদ্রাসা বোর্ডের হাই মাদ্রাসা, আলিম, ফাজিল পরীক্ষার আবহেই রাজ্য স্তরের মাদ্রাসা গেমস এবং স্পোর্টস মিট নিয়ে নয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল রাজ্য সরকার। পরীক্ষার্থী খেলোয়াড়দের জন্য বিকল্প ভাবনা গ্রহণ করেছে সংখ্যালঘু বিষয়ক মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর। ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ মাদ্রাসা গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস আয়োজিত ১৫তম রাজ্য স্তরের মাদ্রাসা গেমস এবং স্পোর্টস মিট ২০২৪-২৫ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি । ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যজুড়ে মাদ্রাসা বোর্ডের হাই মাদ্রাসা আলিম, ফাজিল পরীক্ষার আবহেই মাদ্রাসার রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন কতটা সঙ্গত তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে সংখ্যালঘু মহল থেকে। স্পোর্টস মিট স্থগিত রাখার পক্ষে সওয়াল হয়। তবে রাজ্য স্তরের মাদ্রাসা গেমস এবং স্পোর্টস মিট স্থগিত করা না হলেও সরকারিভাবে বিকল্প ভাবনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্য স্তরের মাদ্রাসা গেমসে অংশ নেওয়া ৬৮ জন পরীক্ষার্থী খেলোয়াড়ের কথা মাথায় রেখে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে কর্তৃপক্ষ।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে শুক্রবার রাজ্যের সংখ্যালঘু দফতরের সচিব পিবি সালিম 'আপনজন'কে বলেন, রাজ্য স্তরের মাদ্রাসা গেমস এবং স্পোর্টস মিটে অংশ নেওয়া ৬৮ জন পরীক্ষার্থী খেলোয়াড়দের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে অর্থাৎ চার তারিখেই সম্পন্ন করে দেওয়া হবে। চার তারিখেই তারা বেরিয়ে আসতে পারবে। দ্বিতীয়ত, দূরের জেলাগুলি থেকে ওই ৬৮ জনের মধ্যে যে সমস্ত শিক্ষার্থী মিটে অংশগ্রহণ করতে পারবে না তাদেরকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা হবে। যেহেতু তারা রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে তাই তাদেরকে শংসাপত্র প্রদান করা হবে যাতে আগামী দিন তাদের কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়। পাশাপাশি রাজ্য স্তরের মাদ্রাসা গেমস এবং স্পোর্টস মিটে অংশ নেওয়া সমস্ত মেয়ে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষিকাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে নিউটাউনের হজ হাউসে। সেই সঙ্গে সরকারিভাবে বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা এখান থেকে যাতায়াত করবেন বলে জানিয়েছেন পিবি সেলিম।

> রাজ্য স্তরের মাদ্রাসা গেমস এবং স্পোর্টস মিটে অংশ নেওয়া ৬৮ জন পরীক্ষার্থী খেলোয়াড়দের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে অর্থাৎ চার তারিখেই সম্পন্ন করে দেওয়া হবে। মাদ্রাসা গেমস এবং স্পোর্টস মিটে অংশ নেওয়া সমস্ত মেয়ে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষিকাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে নিউটাউনের হজ হাউসে। সেই সঙ্গে সরকারি ভাবে বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
>
>
>
> **পিবি সালিম**
> *সচিব, সংখ্যালঘু বিষয়কও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর*

বৃহস্পতিবার ডিরেক্টর অফ মাদ্রাসা এডুকেশন আবিদ হুসেন জানান, 'হাই মাদ্রাসা, আলিম এবং ফাজিল মিলে মোট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে রাজ্য স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৬৮ জন শিক্ষার্থী খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করবে । ৬৮ জন সহ ১৫তম রাজ্য স্তরের মাদ্রাসা গেমস এবং স্পোর্টস মিট ২০২৪-২৫-এ সারা রাজ্য থেকে ৮৮৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে। প্রতিবছরের মতো যাদের থাকা-খাওয়া, আসা-যাওয়া সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা করছে রাজ্য সরকার।' আর এবার ওই ৬৮ জন শিক্ষার্থী খেলোয়াড়দের জন্য রাজ্য সরকারের বিকল্প ভাবনা গ্রহণের ফলে বিশেষ আর কোনো সমস্যা রইল না বলেই মনে করছেন সংখ্যালঘু মহল। অনেকেই এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। কারও মতে 'আগামী বছরও যেন এমন সমস্যার পুনরাবৃত্তি না হয়।' উল্লেখ্য, এ বছর মাদ্রাসা গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হাড়োয়া পি.জি. হাই স্কুল মাঠ গেমসের ভেন্যু ঠিক করা হয়েছে।

রিপোর্টিং তারিখ ৩রা ফেব্রুয়ারি।

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল

(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

আশ শিফা হসপিটাল

ASHSHEEFA HOSPITAL

সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

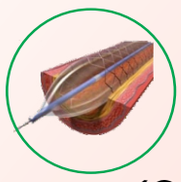
বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

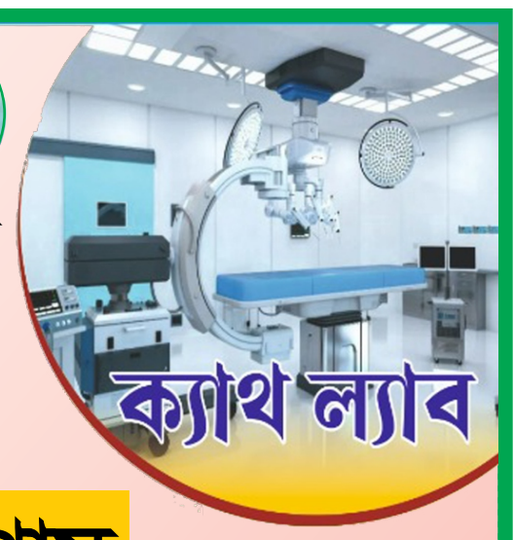

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

ওপেন হার্ট সার্জারি

● হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের অ্যাডভান্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU)

● জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব এবং হার্টের অপারেশন।

● শীঘ্রই খুলিতেছে ওপেন হার্ট সার্জারি (CTVS) বিভাগ।

6295 122 937 / 9123721642

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহনযোগ্য

প্রথম নজর

নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ জিয়াগঞ্জে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম শুভজিত দাস। তার বাড়ি সুতি থানা এলাকায়। ধৃতকে শুক্রবার লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্ত যুবককে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" অন্যদিকে ওই নাবালিকার শারিরীক পরীক্ষার জন্য তাগে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর, জিয়াগঞ্জ থানা এলাকায় নিজের বাড়িতে ওই নাবালিকা একাই ছিল। সেই সুযোগে অভিযুক্ত যুবক বাড়িতে ঢুকে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করে। পরে নাবালিকার পরিবার জিয়াগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বৃহস্পতিবার শুভজিত দাস নামের ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বালিখাল মিনি বাস স্ট্যান্ডের ঝুপড়িতে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বালিখাল মিনি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঝুপড়িতে আগুন। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতের ঘটনা। ঘটনাস্থলে দমকলের ৮ টি ইঞ্জিন। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় ৬-৭ টি দোকান ও হোটেল। বালি ব্রিজের নিচে আগুন লাগায় ব্রিজের ক্ষতির সম্ভবনা ছিল। ঝুপড়ির পাশেই ছিল ১০ নম্বর রুটের মিনি বাসস্ট্যান্ড। ৫৪ নম্বর রুটের বাসস্ট্যান্ড।
বহু বাস দাঁড়িয়ে ছিল সেই সময়। তবে আগুনের খবর পেয়ে একে একে সব বাস সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলে অল্পের জন্য রক্ষা পায়। প্রায় ঘন্টা দুয়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

সৌদিতে কাজে গিয়ে মৃত্যু হরিহরপাড়ার প্রবাসী শ্রমিকের

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: ছেলেকে ডাক্তারি পড়ানোর জন্য গিয়েছিল সৌদি আরবে। সাফাইয়ের কাজ করতো বাবা। বড় স্বপ্ন ছিল ছেলে ডাক্তার হবে। সেই জন্যই মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার আলিনগর গ্রাম থেকে দু বছর সাত মাস আগে সাফাই এর কাজ করতে গিয়েছিল সৌদি আরবের দাম্মাম শহরে। দু বছরের ভিসা নিয়ে গিয়েছিল জামারুল শেখ। ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও ছুটি দেয়নি তাকে। বুধবারে রাতে প্রচন্ড শারীরিক অসুস্থতায় বোধ করছিল তারপরে তার সঙ্গীরা তাকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখানেই মৃত্যু হয় তার। বুধবার সন্ধ্যায় ফোনে শেষ কথা বলেছিল তার স্ত্রী । বৃহস্পতিবার সকালে ফোন মারফত খবর আসে সে আর বেঁচে নেই। বাড়ির একমাত্র রোজগেরে মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে মৃতের স্ত্রী ছেলে সহ আত্মীয়-স্বজনরা। এখন ছেলের পড়াশোনার জন্য খরচ কে যোগাবে আর কিভাবে বা সংসার চলবে ভেবে কুল পাচ্ছে না পরিবারের লোকজন। মৃতদেহ কিভাবে নিয়ে আসবে সৌদি আরব থেকে কার সঙ্গে যোগাযোগ করবে কিছুই বুঝতে পারছে না তারা। মৃতদেহ নিয়ে আসতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, সরকারের কাছে আবেদন শেষবারের মতো মুখখানা দেখার জন্য মৃতদেহ বাড়িতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হোক বলে আরজি জানান।

পা নেই, তবু লাফিয়ে খুন করত, যাবজ্জীবন সাজা ছট্টু পান্ডের

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: হাঁটুর নীচ থেকে দুটো পা বাদ গেছে ট্রেন দুর্ঘটনায়। ভিক্ষা করে চলে দিন। কিন্তু তারই আড়ালে চুরি ছিনতাই করত বলে অভিযোগ। ব্যান্ডেলের সেই কুখ্যাত দুষ্কৃতী ছট্টু পান্ডেকে এবার খুনের মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল চুঁচুড়া আদালত। ২০২০ সালের ২৮ অক্টোবর। ব্যান্ডেল স্টেশন রোডে ওভার ব্রিজের কাছে মদের ঠেকে বচসার সময় রিক্সা চালক রামদাস মাঝিকে (৩০) ছুরি মেরে খুন করার অভিযোগ ওঠে ছোট্টু ওরফে মঙ্গল পান্ডের বিরুদ্ধে। রামদাসের পেটে পাঁজরে ছুরি ঢুকিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ব্যান্ডেল ফাঁড়ির পুলিশ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। সেখানেই মৃত্যু হয় রামদাসের।
পরদিন রামদাসের ভাই শ্যাম মাঝি চুঁচুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্ত শুরু করেন মামলার তদন্তকারী অফিসার শের আলি মণ্ডল। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার পর ঘটনাস্থলে পাশে থাকা একটি গুমটি থেকে রক্তাক্ত চুরিটিও উদ্ধার করা হয়। তিন মাসের মধ্যে চার্জশিট জমা দেওয়া হয় আদালতে। ২০২২ সালের ৬ জানুয়ারি ৩০২ ধারায় চার্জ গঠন হয়। চুঁচুড়া আদালতের প্রথম অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক সঞ্জয় শর্মার এজলাসে শুরু হয় মামলার বিচার পর্ব। ১০ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।
গত বুধবার আদালত দোষী সাব্যস্ত করে অভিযুক্তকে। শুক্রবার তাকে সাজা শোনানো হয়। হুগলি জেলা মুখ্য সরকারি আইনজীবী শংকর গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করেছে আদালত। দশ হাজার টাকা জরিমানা। অনাদায়ে আরও ছয় মাসের জেলের সাজা।"
যার দুটো পা নেই এরকম একজন মানুষও কীভাবে এমন ভয়ঙ্কর অপরাধী হতে পারেন তা দেখে অবাক পুলিশ আধিকারিকরাও। জানা গেছে, হাঁটতে না পারলেও খুব ভালো জাম্প করতে পারে ছোট্টু। সাজা ঘোষণার পর ছোট্টু নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করে সে।

পথ নিরাপত্তা সপ্তাহে বাইক যাত্রা পুলিশের

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের অন্তিম দিনে হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের উদ্যগে এবং রাজাপুর থানার ব্যবস্থাপনায় পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের অঙ্গ হিসাবে একটি সচেতনতামূলক পথসভার আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া-২ নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রিয়াংশা গার্গ,যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অয়ন রক্ষিত, ডিএসপি ট্রাফিক বিদ্যাসাগর চৌবে,রাজাপুর থানার ওসি কৌশিক পাঁজা,উলুবেড়িয়া-২ নং পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি শেখ ইলিয়াস,বানীবন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সত্যজিৎ মণ্ডল,টি.কে-১নং গ্রাম পঞ্চায়েত উপ-প্রধান কবীর খাঁন প্রমুখ।এরই পাশাপাশি প্রায় এক শতাধিকেরও বেশি পুলিশ কর্মীর উপস্থিতিতে একটি সচেতনতামূলক বাইক র‍্যালি বের হয় উলুবেড়িয়া-২ নং বিডিও অফিসের সামনে থেকে ভাটার মাঠ পর্যন্ত।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শান্তিনিকেতন প্রান্তিক স্টেশনে গাঁজা সহ ধৃত

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শান্তিনিকেতনের প্রান্তিক স্টেশনের কাছে গাঁজাসহ তিনজনকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে উড়িষ্যার ভদ্র থেকে গাঞ্জা নিয়ে শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন জায়গায় সাপ্লাই করতেন তিন মহিলা কিন্তু আজ তার আগেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শান্তিনিকেতন থানার এসআই অঙ্কুশ মন্ডলের নেতৃত্বে এলাকায় হানা দেয়। তারপরই শান্তিনিকেতনের প্রান্তিক স্টেশনের কাছে থেকে প্রায় ১৩ কিলো গাজা উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনাস্থলে ছিলেন বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগরওয়াল,বোলপুরের আই সি, শান্তিনিকেতন থানার ওসি কস্তুরী মুখোপাধ্যায়, এসআই অঙ্কুশ মন্ডল সহ অন্যান্য পুলিশকর্মীরা। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে পুলিশ পুংখানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করছে।

মহাকুম্ভে স্নানে গিয়ে ভিড়ের চাপে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু মালদার শিক্ষকের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মহাকুম্ভে অমৃত স্নানে গিয়ে ভিড়ে চাপে অসুস্থ হয়ে অকালেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল মালদার এক প্রাথমিক শিক্ষক। শুক্রবার সাত সকালে মৃত শিক্ষকের নিথর দেহ গ্রামে পৌঁছালে গভীর শোকের ছায়া নেমে এল মালদার বৈষ্ণবনগর থানার বীরনগর-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের চরবাবুপুর এলাকায়।পরিবার ও আত্মীয়দের দশজনের দলের সঙ্গে মহাকুম্ভে স্নানে যান তিনি। ভিড়ের চাপে শুরু হয় শ্বাসকষ্ট। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় তাঁর। শুক্রবার দেহ ফিরেছে মালদহের বাড়িতে। শোকের ছায়া গ্রামজুড়ে। পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এলাকায় যান বৈষ্ণবনগরের তৃণমূল বিধায়ক চন্দনা সরকার। মহাকুম্ভের ব্যবস্থাপনা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেন সহযাত্রীরা। শিক্ষকের মৃত্যুতে যোগী সরকারের ব্যর্থতাকে নিশানা তৃণমূল বিধায়কের।গত বুধবার ভোরে পুণ্যস্নান করেন অমিয়। এরপর ফেরার সময় পরিবারের অনেকের সঙ্গে কিছু সময় পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। পরে পরিবারের লোকজনকে খুঁজে পেলেও ভিড়ে শ্বাসকষ্ট শুরু হয় তাঁর। অসুস্থ অবস্থায় বহুকষ্টে গাড়ির ব্যবস্থা করে তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।জানা গেছে, মৃত স্কুল শিক্ষকের নাম অমিয় সাহা, বয়স ৩৩ বছর। তিনি বৈষ্ণবনগরের কার্তিকটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। পরিবার সূত্রে খবর, তিনি গত মঙ্গলবার পরিবারবর্গ সহ আত্মীয়দের দশজনের, এক দল নিয়ে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ মেলায় অমৃত স্নান করতে যান। সেখানে বুধবার পৌঁছে যথারীতি অমৃত স্নানও করেন। কিন্তু ফেরার সময় প্রচন্ড ভিড়ের চাপে তিনি হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। শুরু হয় শ্বাসকষ্ট। তাকে তড়িঘড়ি করে পরিবারবর্গ কোনরকমে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু হাসপাতালে যাওয়ার আগে রাস্তাতেই তার মৃত্যু হয় বলে খবর। এরপর শুক্রবার সকালে মৃত স্কুল শিক্ষক অমিয় সাহার নিথর দেহ গ্রামের বাড়িতে পৌঁছায়। স্বভাবতই পরিবারবর্গ কান্নায় ভেঙে পড়েন। গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়। এদিকে এই খবর পেয়ে বৈষ্ণবনগরের বিধায়ক, চন্দনা সরকার শুক্রবার সকালে মৃত স্কুল শিক্ষকের বাড়ি যান। তিনি মৃতের পরিবারকাকে সমবেদনা জানান। পাশাপাশি তিনি মহাকুম্ভ মেলার পরিকাঠামো এবং পরিকল্পনাহীনতার অভিযোগ তুলে উত্তর প্রদেশের যোগী সরকারের কড়া সমালোচনা করেন।

বাজেট সবসময় উদ্যোগপতিদের, বাজেট নিয়ে আশা নেই: অভিষেক

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: দিল্লিতে যাওয়ার আগে বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে বাজেট নিয়ে সরব হন অভিষেক । তিনি বলেন , বাজেট সবসময় উদ্যোগপতিদের। এই বাজেট নিয়ে আমার আর কোন আশা নেই । শনিবার ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। ঠিক তার একদিন আগেই দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অর্থাৎ সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । কলকাতা থেকে দিল্লিতে যাওয়ার আগে বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে বাজেট নিয়ে সরব হন অভিষেক । তিনি বলেন ,' বাজেট সবসময় উদ্যোগপতিদের। এই বাজেট নিয়ে আর কোন আশা নেই । 'অভিষেক আরও জানান,' যেদিন থেকে মোদি সরকার ক্ষমতায় এসেছে, সেদিন থেকেই তো বাজেটের ফলাফল একটাই। গরিবরা আরও গরিব হয়েছে আর বড়লোকদের ধনসম্পদ আরও বাড়ছে।' একথায় বলা যায়, বাজেট ইস্যুকে হাতিয়ার করে কেন্দ্রকে ফের চাপে ফেলতে প্রস্তুত হচ্ছে তৃণমূল। অন্যদিকে এদিন দিল্লি যাওয়ার আগে কুম্ভমেলা পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা নিয়ে সরব হন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক । সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে অভিষেক বলেন,' খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। নিহতের সংখ্যা ১০০ পেরিয়ে গেলেও অস্বাভিক কিছু নেই। কুম্ভ মেলায় কোন ব্যবস্থাপনা নেই । খালি মার্কেটিং । এটা ঘটনা যদি তামিলনাড়ু বা বাংলায় হত তাহলে রাষ্ট্রপতি শাসনের জারি হয়ে যেত ।প্রচার বেশি ব্যবস্থাপনা কম হলে যা হয় । আশা করি এই ঘটনা থেকে বিজেপি শিক্ষা নেবে। ' রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে পরোক্ষভাবে এদিন কুম্ভ মেলার ঘটনায় যোগী রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির দাবি জানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুয়ারে শিবিরি খতিয়ে দেখতে বালুরঘাটে স্টেট অবজার্ভার

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দুয়ারে সরকার কর্মসূচি কেমন চলছে, তা খতিয়ে দেখতে শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এলেন স্টেট অবজার্ভার আর অর্জুন। এদিন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমার অন্তর্গত তপন ব্লকের রামপুর এলাকায় দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে পরিদর্শনে যান এই আইএএস অফিসার। তপন ব্লকের হরসুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রামপুর হাইস্কুলে চলা দুয়ারে সরকার ক্যাম্প ঘুরে দেখেন তিনি। এদিনের এই পরিদর্শনে স্টেট অবজার্ভার এর সাথে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা, অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) শুভজিৎ মন্ডল, তপন ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তীর্থঙ্কর ঘোষ, তপন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৃষ্ণা বর্মন সহ আরো অনেকে। এদিন দুপুরে ক্যাম্পে এসে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন স্টেট অবজার্ভার। মূলত দুয়ারে সরকার শিবির কিভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা খতিয়ে দেখেন তিনি এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেন। পাশাপাশি বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন। স্বাস্থ্যসাথী, লক্ষীর ভান্ডার, কৃষক বন্ধু, জমির রেকর্ড সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প গুলিতে যোগ্য লোকেরা সকলেই যাতে আবেদন করতে পারেন সেবিষয়ে খোঁজ নেন তিনি। পাশাপাশি, এদিন গঙ্গারামপুর ব্লকে ও দুয়ারে সরকার ক্যাম্প পরিদর্শনে যান তিনি। গঙ্গারামপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অর্পিতা ঘোষাল এর উপস্থিতিতে ক্যাম্পে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন তিনি।

কেন্দ্রীয় অনুদান বন্ধ, রাজ্যের টাকায় চলছে উন্নয়ন কাজ: মন্ত্রী

এম এস ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বাংলা আবাস যোজনা, মিশন নির্মল বাংলা, কর্মশ্রীর মতো একাধিক সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার পুরস্কৃত করলেও, ২০২১ সাল থেকে পঞ্চায়েত স্তরের বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় অনুদান বন্ধ রয়েছে বলে অভিযোগ রাজ্য সরকারের। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এই পদক্ষেপকে 'রাজ্যের মানুষের প্রতি অবিচার' বলে মন্তব্য করেছেন। শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলায় পঞ্চায়েত দপ্তরের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে জেলা সফরে আসেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ও দপ্তরের প্রধান সচিব পি উলগানাথন। বর্ধমানের সংস্কৃতি লোকমঞ্চে পঞ্চায়েত স্তরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের নিজস্ব তহবিলেই প্রকল্প বাস্তবায়ন
বৈঠকে মন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় অনুদান বন্ধ থাকলেও রাজ্য সরকার উন্নয়ন প্রকল্প থামতে দেবে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকেই প্রকল্পগুলির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ বন্ধ থাকায় কিছুটা সমস্যা দেখা দিলেও রাজ্যের নিজস্ব উদ্যোগে পঞ্চায়েত পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কাজ অব্যাহত রয়েছে।মন্ত্রী আরও বলেন, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করা গেলে পঞ্চায়েত স্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে এবং সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। পঞ্চায়েত প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা বজায় রাখার ওপরও জোর দেওয়া হয় এই বৈঠকে। বারবার আবেদন, কিন্তু কেন্দ্রের সাড়া নেই। রাজ্যের তরফে একাধিকবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুদান পুনর্বহালের আবেদন করা হয়েছে, তবে এখনও পর্যন্ত কোনও ইতিবাচক সাড়া মেলেনি বলে অভিযোগ করেছেন মন্ত্রী। তিনি জানান, রাজ্য সরকার তার দায়িত্ব থেকে পিছিয়ে আসবে না এবং সাধারণ মানুষের উন্নয়নে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কেন্দ্র অর্থ না দিলেও, রাজ্য সরকার মানুষের উন্নয়ন থামতে দেবে না।

ডালখোলায় দুয়ারে শিবিরে জনতার ভিড়

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প 'দুয়ারে সরকার' শিবির গোটা রাজ্যের পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলাতেও সফলভাবে অনুষ্ঠিত হলো। ডালখোলা পৌরসভার ৯ নম্বর ও ১০ নম্বর ওয়ার্ডের যৌথ উদ্যোগে ডালখোলা পথসাথী ভবনে আয়োজিত এই শিবিরে জনসাধারণের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।
শিবিরে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনা হয় এবং তা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার কাউন্সিলর রাকেশ সরকার ও কাউন্সিলরের প্রতিনিধি আশ্বিনী কর্ণ। তারা সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং তা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন।
সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প যেমন স্বাস্থ্যসাথী, লক্ষীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, কৃষক বন্ধু, খাদ্যসাথী ইত্যাদির সুবিধা পেতে বহু মানুষ শিবিরে ভিড় জমান। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এই ধরনের উদ্যোগের ফলে সরকারি পরিষেবা সহজে পাওয়া যাচ্ছে, যা সাধারণ মানুষের জন্য খুবই উপকারী। শহরবাসীর জন্য দুয়ারে সরকার শিবির যে এক আশীর্বাদ, তা স্পষ্ট করেই বলছেন উপকৃত মানুষজন। এই জনমুখী প্রকল্প আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাবে, এমনটাই আশা করছেন এলাকাবাসী।

সুকান্তনগরে বেআইনি বহুতল ভাঙতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ট্যাংরার পর সুকান্তনগরে বেআইনি বহুতল ভাঙতে গিয়ে বাঁধার মুখোমুখি হল পুলিশ। শুক্রবার সকালে বাড়ির বাসিন্দারা দরজা আটকে বিধান নগর থানার পুলিশকে প্রবেশ করতে বাঁধা দেয়।ভাঙতে দেয় না বহুতলের বেআইনি অংশ।
সল্টলেকে সুকান্ত নগরে বাড়ি ভাঙতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হল বিধান নগর দক্ষিণ থানার পুলিশ ও বিধান নগর পৌর নিগমের আধিকারিকদের। এই বহুতলের বাসিন্দারা গেটে তালা মেরে দাঁড়িয়ে থাকেন ভেতরে। তাদের দাবি তাদের কোন নোটিশ দেওয়া হয়নি। হঠাৎ করে কেন বাড়ি ভাঙতে এলো তারা। এর পর বিধান নগর দক্ষিণ থানার পুলিশ ও বিধাননগর পৌর নিগমের আধিকারিকরা গিয়ে উপস্থিত হয়ে কথা বলে বাসিন্দাদের সাথে। দীর্ঘক্ষণ আলোচনা চলে উভয় পক্ষের মধ্যে।
প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগে হাইকোর্টের নির্দেশে বৃহস্পতিবার বিধাননগর পৌর নিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে বেআইনি ছয় তলা বিল্ডিং ভাঙতে শুরু করে পৌর নিগম কর্তৃপক্ষ। সাথে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। শুক্রবার সকালে শান্তি নগরে আবার সেই বেআইনি বিল্ডিং ভাঙতে এলে আবাসিকদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় বিধাননগর পৌর নিগম কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশকে। বিল্ডিংয়ের গেটে তালা লাগিয়ে দেয় বিল্ডিংয়ের আবাসিকরা। ট্যাংরায় বেআইনি হেলা বিল্ডিং ভাংতে গিয়ে বাধার মুখে কলকাতা পুরনিগম, অপরদিকে বিধাননগর পৌর নিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে বেআইনি ছয় তলা বিল্ডিং ভাঙতে হাইকোর্টের নির্দেশে ভেঙে ফেলার কাজ শুরু করল বিধান নগর পুর নিগম।
হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বৃহস্পতিবার দুপুর দুটো থেকে অবৈধ বিল্ডিং ভেঙ্গে ফেলার কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিল সেই মতো এদিন তিনটে থেকে বিধান নগর পৌর নিয়মের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে শান্তিনগরে ভেঙে ফেলার কাজ শুরু করলেও শুক্রবার সকালে শান্তি নগরে বেআইনি বিল্ডিং ভাঙতে এলে গেটে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখায় বিল্ডিংয়ের আবাসিকরা।
বিধাননগর পৌর নিগম এবং দক্ষিণ থানার পুলিশকে বিল্ডিংয়ের ভেতরে ঢুকতে বাধা আবাসিকদের। মাইকিং করে বিল্ডিং ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ পৌর নিগম কর্তৃপক্ষর। বিল্ডিং বাইরে থেকে ভাঙার কাজ করছে পৌর কর্মীরা। বিল্ডিং ছাড়ার জন্য আবাসিকদের সাথে কথা বলছেন পৌর নিগম কর্তারা।

অবশেষে দখল মুক্ত হচ্ছে হাসপাতালের জায়গা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: হাসপাতালের একাধিকবার নোটিশ এবং সংবাদ মাধ্যমের বাংলার খবরের জের অবশেষে দখল মুক্ত হচ্ছে হাসপাতালের জায়গা, তৈরি হবে হাসপাতালে তোরণ এবং হাসপাতালে ঢোকার চওড়া রাস্তা, উচ্ছেদকারীদের পুনর্বাসনের কথা ভাবছে পুরসভা । বিষ্ণুপুর হাসপাতালে জায়গা দখল করে চলছে ব্যবসা। যার ফলে হাসপাতালে ঢোকার রাস্তা হয়েছিল সংকীর্ণ, সেই রাস্তা চওড়া করার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দখলদারীদের এক বছরে তিন তিনবার নোটিশ জারি করে। কিছুতেই সেই দখল উচ্ছেদ করা সম্ভব হচ্ছিল না। অবশেষে নিজেদের দোকানপাট ভেঙ্গে মালপত্র গোছানোর তোড়জোড় শুরু হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষদের দাবি দীর্ঘদিন পরে দখলমুক্ত হওয়ায় এবার হাসপাতালে যাওয়ার রাস্তা চওড়া হবে তৈরি করা হবে তোরণ। বিষ্ণুপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌতম গোস্বামী বলেন রাজ্য সরকার মানবিক সরকার কারো ক্ষতি চায় না যেহেতু তারা দীর্ঘদিন ধরে ওই স্থানে ব্যবসা করছিল তাই তাদের পুনর্বাসনের কথা ভাবা হচ্ছে। একই ঘটনায় বিষ্ণুপুরে একাধিক ব্যবসায়ীকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

প্রথম নজর

কায়রোতে চলছে ৫৬তম আন্তর্জাতিক বইমেলা

আপনজন ডেস্ক: মিশরের রাজধানী কায়রোতে চলছে ৫৬তম আন্তর্জাতিক বইমেলা। গত ২৪ জানুয়ারী ২০২৫ বইমেলার উদ্বোধন হয়। মেলা চলবে ৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। মেলায় ফিলিস্তিনিদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি, আল-আজহার আশ-শরীফের প্যাভিলিয়নে বিপুল জনসমাগম এবং নৈতিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ সংরক্ষণের বিষয়গুলো গুরুত্ব পাচ্ছে।

মেলার প্রথম তিন দিনে ১,৩৪৫টি প্রকাশনা সংস্থার অংশগ্রহণ এবং দশ লক্ষ দর্শনার্থীর উপস্থিতি বইমেলার তাৎপর্যকে আরও উজ্জ্বল করেছে। বিশ্বের ৮০টি দেশের মধ্যে কুয়েত এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করছে, যা মিশর ও কুয়েতের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্প্রীতিকে সুসংহত করছে। কুয়েতি প্যাভিলিয়নে আব্দুল আজিজ সৌদ আল-বাবতাইন সাংস্কৃতিক ফাউন্ডেশন এবং কুয়েতি তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্নারসহ বেশ কয়েকটি প্রকাশনা সংস্থা ছিল। জনসাধারণের উপস্থিতি ভালো হলেও বিক্রয় কার্যক্রম এখনো প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছেনি। আল-আজহার আশ-শরীফের প্যাভিলিয়নে বিশাল জনসমাগম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে সেমিনার, ফতোয়া, শিশু কার্যক্রম ও বিদেশি শিক্ষার্থীদের কোণে। এটি ফিলিস্তিনিদের জন্য সহায়তা ও ত্রাণের আউটলেট প্রদর্শন করছে। ফতোয়া কর্নারে পুরুষ ও মহিলা মুফতিদের উপস্থিতিতে দর্শনার্থীরা আইনশাস্ত্রীয় প্রশ্নের উত্তর নিচ্ছেন।

২৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত "ফিলিস্তিন: একটি জাতির ইতিহাস এবং একটি জনগণের সংগ্রাম" শীর্ষক সিম্পোজিয়ামে ফিলিস্তিনিদের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া, ফরাসি ইহুদি লেখক আলাইন গ্রেশের "প্যালেস্টাইন: আ পিপল দ্যাট রিফিউসেস টু ডাই" বইটির উপর আলোচনার মাধ্যমে দখলদার শক্তির অপরাধ উন্মোচিত হয়। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বইয়ের মূল্য এক পাউন্ড থেকে শুরু রাখা হয়েছে, যাতে বইমেলা সর্বস্তরের মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকে।

অবশেষে ভিক্ষাবৃত্তিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করল পাকিস্তান

আপনজন ডেস্ক: বিভিন্ন দেশের কড়া সমালোচনার পর অবশেষে ভিক্ষাবৃত্তিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান। এ লক্ষ্যে ২০১৮ সালের মানবপাচার আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে দেশটির কেন্দ্রীয় সরকার।

এরই মধ্যে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদ্যমান আইন সংশোধনের লক্ষ্যে নতুন একটি ধারা যোগ করে মানবপাচার প্রতিরোধ (সংশোধন) বিল-২০২৪-এর ধারা ৩-এ 'সংগঠিত ভিক্ষাবৃত্তি' শব্দটি যুক্ত করার প্রস্তাব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সৌদি আরবসহ পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনীতিক সম্পর্ক রয়েছে এমন বিভিন্ন দেশের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

হজ, ওমরাহ এবং অন্যান্য ধর্মীয় তীর্থযাত্রার জন্য দেশগুলোতে আসা হাজার হাজার পাকিস্তানি ভিক্ষাবৃত্তি এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার কারণে পাকিস্তানের কূটনৈতিক মিশনগুলো কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। প্রস্তাবিত খসড়া সংশোধনী বিলটিও একই বিষয়

তুলে ধরে আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছে।

বিলটিতে বলা হয়েছে, 'এই অনুশীলনে জড়িত এজেন্ট এবং গ্যাংগুলো সহজেই মামলা এড়াতে পারে কারণ, ফেডারেল তদন্ত সংস্থা (এফআইএ) এর ওপর ন্যস্ত কোনো আইনে ভিক্ষাবৃত্তি অপরাধ নয়। বিষয়টির সংবেদনশীলতার কারণে ভিক্ষাবৃত্তিকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করার জরুরি প্রয়োজন।

সৌদি আরবে হাজার হাজার পাকিস্তানি ভিক্ষা করতে গিয়ে ধরা পড়ার পর পাকিস্তান সরকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিতে বাধ্য হয়েছে। সৌদি সরকার পাকিস্তানের ভিক্ষুক, অসুস্থ ব্যক্তি বা দক্ষতাহীন ব্যক্তিদের না পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছে। পাকিস্তান সম্প্রতি প্রায় ৪ হাজার ৩০০ ভিক্ষুককে নো-ফ্লাই তালিকায় রেখেছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে সৌদি সরকার।

অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে জার্মানিতে প্রস্তাব পাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে জার্মানির রাজনৈতিক দল সিডিইউর এক প্রস্তাবনা দেশটির সংসদে পাস হয়েছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশটির রাজনৈতিক অঙ্গনে অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন আলোচনার মাঝেই পাস হলো এই প্রস্তাব। সংসদে রক্ষণশীল দল সিডিইউর আনা প্রস্তাবে অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে, বিশেষ করে অনিয়মতে পথে জার্মানিতে প্রবেশ ঠেকাতে এবং যাদের আশ্রয় আবেদন বাতিল হয়েছে তাদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে।

বুধবার সংসদের প্রস্তাবটির পক্ষে ৩৪৮টি এবং বিপক্ষে ৩৪৫টি ভোট পড়ে। ১০ জন সংসদ সদস্য ভোট দানে বিরত থাকেন।

চ্যান্সেলর ওলাফ শোলজের এসপিডি ও গ্রিন পার্টির বিরোধিতা সত্ত্বেও কট্টর ডানপন্থী দল এএফডি ও এফডিপির সমর্থন থাকা সংসদে পাশ হয় আইনটি।

সাম্প্রতিক সময়ে জার্মানির বেশ কয়েকটি শহরে হামলার ঘটনার জেরে এমন প্রস্তাবনা দিয়েছে দলটি।

গত কয়েক মাসে বিভিন্ন শহরে হামলার ঘটনায় বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছে। এসব ঘটনায় অভিবাসীদের জড়িত থাকার বিষয়ে অভিযোগ রয়েছে। সব মিলিয়ে আসছে নির্বাচনে জার্মানির রাজনৈতিক অঙ্গনে অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে নির্বাচনকে সামনে রেখে করা জনমত জরিপে প্রথম স্থানে রয়েছে ফ্রিডরিশ ম্যার্তসের সিডিইউ/সিএসইউ।

প্রস্তাবনায় দেশটির সীমান্ত সুরক্ষিত করতে ও বেআইনি প্রবেশ ঠেকাতে বেশ কিছু প্রস্তাবনা দেওয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে সীমান্তে স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ আরোপ, শেঙেন জোনে মুক্ত চলাচল বন্ধ করা এবং বৈধ কাগজপত্র ছাড়া যারা জার্মানিতে প্রবেশ করেছে তাদের তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাবাসন।

ট্রাম্পের গাজা থেকে বাস্তুচ্যুতির পরিকল্পনা নতুন নাকবার সঙ্কেত

আপনজন ডেস্ক: সম্প্রতি গাজাবাসীকে প্রতিবেশী দেশগুলোতে স্থানান্তরের প্রস্তাব করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার এই প্রস্তাবনাকে উদ্বেগের দৃষ্টিতে দেখছে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও মধ্যপ্রাচ্যের নেতারা। গত সপ্তাহে দেয়া এক বিবৃতিতে ট্রাম্প গাজাকে ধ্বংসস্তুপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এরপর সেটাকে পরিষ্কারের ইচ্ছে প্রকাশ করেন তিনি। একইসাথে মিসর ও জর্ডানকে প্রস্তাব দেন, যেন তারা গাজাবাসীদের পুনর্বাসন করে। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই বিতর্কিত প্রস্তাবকে তাৎক্ষণিক প্রত্যাখ্যান করেছে উভয় দেশ। সোমবার ফের একই অবস্থান ব্যক্ত করেন ট্রাম্প। এ সময় তিনি দাবি করেন, মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল সিসির সাথে এ বিষয়ে কথা বলেছেন তিনি। তবে মিসরের কর্মকর্তারা এমন কথোপকথনন অস্বীকার করেছেন। মিডল ইস্ট ইনস্টিটিউটের সিনিয়র বিশ্লেষক মিরেট মাবরুক বলেন, 'ট্রাম্পের অনড় অবস্থান দেখে মনে হয়, তিনি এই বিষয়ে খুবই সিরিয়াস। কারণ, মার্কিন প্রেসিডেন্টরা এই জাতীয় কথাবার্তা বন্ধুত্বপূর্ণ আবেদন হিসেবে বলেন না।' তিনি আরো বলেন, ট্রাম্প এর আগে জর্ডানের বাদশাহ আব্দুল্লাহের সাথেও একই বিষয়ে কথা বলেছেন। এর থেকে বুঝা যায়, ওয়াশিংটন এ বিষয়ে আঞ্চলিক নেতাদের উপর চাপ প্রয়োগ করতে চায়। এহেন পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্যের সম্পর্ক একটি সংবেদনশীল পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। যুক্তরাষ্ট্র এখন জর্ডান ও মিসরের কাছে তার এমন সব চাহিদা পেশ করবে, যা গ্রহণ করা দেশ দু'টির জন্য অত্যন্ত কঠিন হবে। ট্রাম্পের এমন প্রস্তাবনা ইসরাইলকে আবারো গাজায় উপস্থিত হতে আগ্রহী করে তুলবে। বিশেষ করে ইসরাইলের অতিডানপন্থী নেতারা ফিলিস্তিনিদের নির্মূল করে গাজা দখল করতে চায়। ফলেট্রাম্পের এই প্রস্তাবনাকে এগিয়ে নিতে তারা সাহায্য করবে। ইতোমধ্যে ইসরাইলের অতিডানপন্থী অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ গাজার প্রতি ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থনও জানিয়েছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বানও জানিয়েছেন। মাবরুক জানান, ফিলিস্তিনি স্থানান্তরের এই প্রস্তাবনাটি নতুন নয়। কয়েক দশক ধরে এই পরিকল্পনাটি আলোচনায় আসছে। এর পক্ষেই অতিডানপন্থী ইসরাইলিদের অবস্থান। এর মধ্য দিয়ে তারা বৃহত্তর ইসরাইল গঠন করতে চায়। তিনি আরো জানান, 'অতিডানপন্থীদের ইচ্ছে হলো তারা গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের বের করে দেবে। সেজন্য তাদেরকে হয়তো মিসরে পাঠানো হবে। আর মিসর অস্বীকার করলে নেগেভ মরুভূমিতে অথবা অধিকৃত পশ্চিমতীরে ঠেলে দেয়া হবে।'

তিনি আরো বলেন, ইসরাইলি অতিডানপন্থীরা মনে করে, ধর্মীয় গ্রন্থ অনুসারেই পশ্চিমতীরের প্রকৃত মালিকানা তাদের। আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যপ্রাচ্য স্টাডিজের অধ্যাপক ওয়ালিদ হাজবুন বলেন, ট্রাম্পের এই প্রস্তাবনাটির লক্ষ্য এখনো স্পষ্ট নয়। তবে এর মাধ্যমে যেকোনো বিষয়ে দরকষকষি হতে পারে। তিনি বলেন, তবে ট্রাম্পের বক্তব্যের একটি অংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, 'এই পদক্ষেপ দীর্ঘ মেয়াদিও হতে পারে। আবার অস্থায়ীও হতে পারে।' এই বক্তব্য আমাদের চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন করে। কারণ, নিকট অতীতে ট্রাম্প ও তার জামাতা জ্যারেড কুশনার গাজায় রিয়েল এস্টেট উন্নয়নের ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেজন্য তারা পরিষ্কার অভিযানের বার্তা ভিন্ন কিছুকেও ইঙ্গিত করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবনার সামনে জর্ডান ও মিসর কতটুকু দৃঢ় থাকতে পারবে, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ

করেছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ, তারা উভয়ই নিজেদের নিরাপত্তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। হাজবুন বলেন, 'উভয় দেশই অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য এবং তাদের নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য আমেরিকার উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। তাই ট্রাম্প তাদের কতটা চাপ দিতে চাইবেন, তা এখনো স্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে না।' মাবরুক বলেন, 'ট্রাম্প বড় ধরনেরই চাপ দিতে পারেন। তবে দেশ হিসেবে সেটা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।' তিনি বলেন, 'জর্ডান এমনিতেই চাপের মধ্যে রয়েছে। তাদের দেশে এখনো অনেক শরণার্থী রয়েছে। সেজন্য যুক্তরাষ্ট্র তাদের অনেক সহযোগিতা করে। এগুলো প্রায় সবটুকুই শরণার্থীদের পেছনে খরচ হয়ে যায়।' তিনি আরো বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র ডর্জানকে ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সামরিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে। সেগুলো দিয়ে অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র থেকেই অস্ত্র কিনতে হয়। তাই সহায়তার অর্থ পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রেই ফেরত যায়।' ট্রাম্প এমন একটা সময় এই প্রস্তাবনা রেখেছে, যখন মিসর ও ইসরাইল ছাড়া প্রায় সব দেশকে মার্কিন সহায়তা বন্ধ করে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সেজন্য এখন এই প্রস্তাবনার বিরোধিতা করা মিসরের জন্য বেশি কঠিন। কারণ, দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থা এখন বড় নাযুক। এর বিরোধিতা করলে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে। এতে তাদের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠবে। বিশ্লেষকরা বলেন, ট্রাম্প এই প্রস্তাবনা এগিয়ে নিলে মধ্যপ্রাচ্য আরো বেশি অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে। কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিরোধ করার মতো ক্ষমতা তাদের দুই দেশের কারোরই নেই। তারা যুক্তরাষ্ট্রকে কেবল এতটুকু বলতে পারবে যে এমন সিদ্ধান্ত নিলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি হতে পারে।

নতুনভাবে সরকার গড়তে নানা প্রতিশ্রুতি দিলেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট

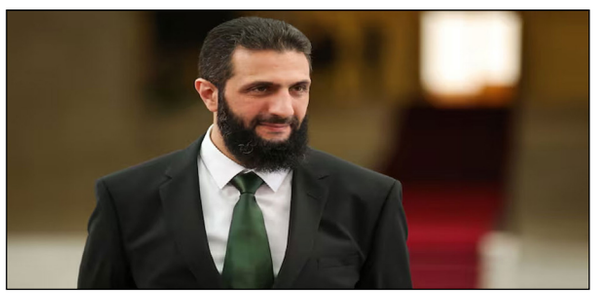

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা জানিয়েছেন, গোটা দেশের সব ধরনের মানুষকে নিয়ে একটি 'ন্যাশনাল ডায়ালগ কনফারেন্স'-এর ব্যবস্থা করা হবে। তারপর সবাইকে নিয়ে একটি শক্তিশালী সরকার গঠন করা হবে। আহমেদ জানিয়েছেন, সিরিয়া একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। নানা ধরনের মানুষের বসবাস সেখানে। সব ধরনের মানুষের প্রতিনিধিত্ব যাতে সরকারে থাকে, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখা অত্যন্ত জরুরি। বস্তুত গত ডিসেম্বর মাসে ইসরায়েলের সরকার থেকে বাশার আসাদকে উৎখাত করা হয়। তারপরেই ধীরে ধীরে ক্ষমতা দখল করেছেন আহমেদ।

আহমেদের বক্তব্য, সিরিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এখন সবচেয়ে বড় লক্ষ্য।

পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা দরকার। আলোচনার মাধ্যমে সবাইকে নিয়ে চললে তবেই নির্বাচন পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব।

ন্যাশনাল ডায়ালগ প্রগ্রামের জন্য একটি কমিটি তৈরি করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। সেখানে সব ধরনের মানুষের কথা শোনা হবে। গুরুত্ব দেওয়া হবে বিরোধী রাজনৈতিক মতামতকেও।

একটি ছোট দল তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। আপাতত তারাই পার্লামেন্টে বসবেন এবং শাসনের দায়িত্ব পালন করবেন। তবে পরবর্তী সময়ে দেশের সংবিধান বদলের ইঙ্গিত দিয়েছেন আহমেদ। জানিয়েছেন, তার জন্য একটি দল তৈরি করা হবে।

যারা নতুন সংবিধান নিয়ে আলোচনা করবেন।

নতুন সংবিধান তৈরি এবং পরবর্তী নির্বাচনের জন্য অন্তত চার বছর লাগতে পারে বলে আগেই জানিয়েছিলেন আহমেদ। তত দিন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারই সিরিয়া পরিচালনা করবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেলেন ইলন মাস্ক

আপনজন ডেস্ক: স্লোভেনিয়ার রাজনীতিবিদ এবং ইউরোপের দেশগুলোর জোট ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইউ) পার্লামেন্ট সদস্য ব্র্যাঙ্কো গ্রিমস বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করা এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছেন তিনি। বার্তায় নোবেল কমিটির ইমেইলও সংযুক্ত করেছেন গ্রিমস।

এক্সবার্তায় গ্রিমস বলেন, "বাক স্বাধীনতা একটি মৌলিক মানবাধিকার এবং ইলন মাস্ক দীর্ঘদিন ধরে এ অধিকারের বিস্তার ও সুরক্ষায় কাজ করছেন। নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য তার টিম নরওয়ের নোবেল কমিটি বরাবর পিটিশন জমা দিয়েছিল এবং নোবেল কমিটি তাতে সায় দিয়ে মাস্ককে ২০২৫ সালের শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।" বৈদ্যুতিক গাড়ি প্রস্তুতকারী কোম্পানি টেসলা এবং নভোযান ও মহাকাশ অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী কোম্পানি স্পেসএক্সের স্বত্বাধিকারী ইলন মাস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সেরও মালিক, যেটি একসময় টুইটার নামে পরিচিত ছিল। ২০২৩ সালে টুইটারের মালিকানা কিনে নেন তিনি।

গত ডিসেম্বরে গ্রিমস ব্রাসেলসে এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন যে 'বাক স্বাধীনতা'র বিস্তার ও সুরক্ষার জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার মাস্কের প্রাপ্য। তিনি বলেছিলেন, "মাস্ক যেন আগামী বছর শান্তিতে নোবেল জয় করতে পারেন, সেজন্য নোবেল কমিটির কাছে আমি প্রস্তাব পাঠাব।"

গ্রিমসের এ মন্তব্যের এক মাসের মধ্যেই মাস্ককে মনোনয়ন দিলো নরওয়ের নোবেল কমিটি। প্রসঙ্গত, পদার্থ, রসায়ন, চিকিৎসা, সাহিত্য ও শান্তি– এই ৫ ক্ষেত্রে অনন্য ভুমিকা রাখার জন্য প্রতি বছর প্রদান করা হয় বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কার নোবেল। শান্তিতে নোবেল প্রদান করে নরওয়ের নোবেল কমিটি এবং বাকি ৫ ক্ষেত্রে নোবেল দেয় সুইডেনের সুইডিশ রয়েল অ্যাকাডেমি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজাবাসীদের জর্ডান ও মিসরে পাঠানোর বিষয়ে অনড় ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফিলিস্তিনিদের গাজা থেকে মিসর ও জর্ডানে সরিয়ে নেয়ার বিষয়ে অনড় অবস্থানে রয়েছেন। তিনি জোর দিয়ে বলছেন, জর্ডান ও মিসর গাজার ফিলিস্তিনিদের গ্রহণ করবে। শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি) কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের মিসর ও জর্ডানে চলে যাওয়া উচিত এই দাবিতে অনড় অবস্থানে রয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও মিসর ও জর্ডানের নেতারা বলেছেন যে তারা ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুতির বিষয়ে একমত নয়।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ফিলিস্তিনিদের গ্রহণের জন্য মিসর ও জর্ডানকে তিনি কিভাবে চাপ দেবেন জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন, 'আমরা তাদের জন্য অনেক কিছু করি এবং তারা এটা করবে'।

এদিকে গাজাবাসীকে আশ্রয় দিতে ট্রাম্পের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে জর্ডান ও মিসরের সরকার প্রধানরা।

একই সাথে ট্রাম্পের এই প্রস্তাব নাকচ করেছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস। জর্ডান এরই মধ্যে কয়েক লাখ ফিলিস্তিনিকে আশ্রয় দিয়েছে। মিসরেও বাস করছেন কয়েক হাজার ফিলিস্তিনি। এদিকে হামাসের একজন কর্মকর্তা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে ট্রাম্পের এই প্রস্তাবের মাধ্যমে দীর্ঘদিন থেকে বসবাসরত ফিলিস্তিনিদের তাদের বাড়িঘর থেকে স্থায়ীভাবে তাড়িয়ে দেয়া হবে। হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য বাসেম নাইম বলেছেন, 'ফিলিস্তিনিরা এমন কোনো প্রস্তাব বা সমাধান গ্রহণ করবে না। এমনকি যদি এই ধরনের প্রস্তাবও হয় যে গাজাকে পুনর্গঠন করার আড়ালে ভালো উদ্দেশ্য রয়েছে যেমনটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়েছে।'

আরেক হামাস কর্মকর্তা সামি আবু জুহরি ট্রাম্পকে তার পূর্বসূরি জো বাইডেনের ব্যর্থ চেষ্টা বা ধারণাগুলোর পুনরাবৃত্তি না করার আহ্বান জানিয়েছেন।

সামি বলেন, 'গাজার মানুষ অসংখ্য মৃত্যুর যন্ত্রণা সহ্য করেছে এবং তারা কোনো কিছুর বিনিময়ে তাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করবেন না।' উল্লেখ্য, ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় এক বছরের বেশি সময় ধরে হামলা চালিয়ে আসছে ইসরাইল। দেশটির অব্যাহত এ হামলায় সৃষ্ট ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করতে অন্তত ১৫ বছর সময় লাগবে। এজন্য প্রতিদিন ১০০টি লরি ব্যবহার করতে হবে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৯ মি.

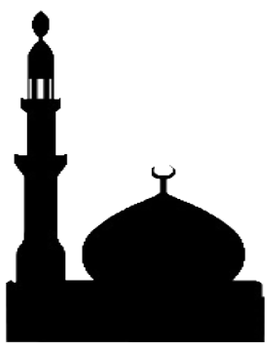

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫২	৬.১৫
যোহর	১১.৫৫	
আসর	৩.৪৭	
মাগরিব	৫.২৯	
এশা	৬.৪১	
তাহাজ্জুদ	১১.১১	

ইসরায়েলি কারাগার থেকে মুক্ত ১১০ ফিলিস্তিনি

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের কারাগার থেকে নতুন করে মুক্তি পেয়েছেন ১১০ ফিলিস্তিনি। বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) ওফার কারাগার থেকে ছাড়া পান তারা।

এর আগে তিন ইসরায়েলি জিম্মি ও থাইল্যান্ডের পাঁচ নাগরিকসহ মোট আটজনকে মুক্তি দেয় ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ও ইসলামিক জিহাদ। যাদের মধ্যে সাতজনকে গাজার খান ইউনিসে রেডক্রসের হাতে হস্তান্তর করেন ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা।

২২ বছর পর বাবার দেখা পেলেন দুই ফিলিস্তিনি তরুণী

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিম তীরের রামাল্লার ইসরায়েলি বন্দীশালা থেকে কাল বৃহস্পতিবার মুক্তি পেয়েছেন অনেক ফিলিস্তিনি। তাদের মধ্যে ছিলেন ৪৭ বছর বয়সী হুসেইন নাসের। তার ঘটনাটা একটু ব্যতিক্রমী। আবেগের বিশাল দরিয়া উতলে ওঠার মতো।

ধরপাকড় আর কারাবরণ ফিলিস্তিনিদের জন্য নতুন কিছু নয় বরং এটাই স্বাভাবিক এবং নিয়তি নির্ধারিত। তারপরও কিছু ঘটনা হৃদয়কে খুব বেশি নাড়া দেয়। কিছু টোকায় ভেঙে যায় আবেগের বাঁধ। তেমন ঘটনার স্বাক্ষী হয়েছেন নাসের।

তার দুই মেয়ের সাথে তার দেখা হয়েছে দীর্ঘ ২২ বছর পর। ২০০৩ সালে দ্বিতীয় ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদা বা মুক্তি আন্দোলনের সময় তাকে আটক করে ইসরায়েল বাহিনী। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর হুসেইন নাসের ২২ ও ২১ বছর বয়সী মেয়ে হাদেয়া এবং রাগাদের সঙ্গে দেখা করেন। দুজনেই তাদের নিজস্ব শহর নাবলুসের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরেছিলেন।

দুই তরুণী জানান, 'বাবাকে ছাড়া তারা যেভাবে বেঁচেছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। বাবাকে জীবনের প্রথম বার স্পর্শ করতে যাচ্ছি। প্রথমবার তাকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছি।'

দুই তরুণী বলেন, যখন তার মা গর্ভবতী ছিলেন তখন ইসরায়েল বাহিনী তার বাবাকে ধরে নিয়ে যায়। একজন বাবা কেমন হয় তা হয়তো এবার আমরা বুঝতে পারব।

সামরিক প্রধান মোহাম্মদ দেইফ আর নেই, জানাল হামাস

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের সামরিক শাখার প্রধান মোহাম্মদ দেইফ নিহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার হামাস এ তথ্য নিশ্চিত করেছে বলে জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা।

এর আগে, গেল বছরের আগস্টে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী দাবি করেছিল, ওই বছরের ১৩ জুলাই ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার খান ইউনিস এলাকায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় মোহাম্মদ দেইফ নিহত হন।

মোহাম্মদ দেইফ হামাসের সামরিক শাখা আল-কাসেম ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলেন।

১৯৬৫ সালে খান ইউনিস শরণার্থীশিবিরে জন্ম তার। ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর এই শরণার্থীশিবির প্রতিষ্ঠিত হয়। দেইফের নাম ছিল মোহাম্মদ মাসরি। ১৯৮৭ সালে প্রথম ইন্তিফাদা শুরুর পর তিনি হামাসে যোগ দেন।

তখন তার নাম হয় মোহাম্মদ দেইফ।

১৯৮৯ সালে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন দেইফ। তখন ১৬ মাস কারাগারে ছিলেন তিনি। ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব গাজা থেকে বিজ্ঞান বিষয়ে ডিগ্রি নিয়েছেন দেইফ।

পদার্থ, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন তিনি। তবে নানা বিষয়ে তার আগ্রহ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক কমিটির প্রধান ছিলেন। মঞ্চে অভিনয় করেছেন।

ফের খুলছে গাজার রাফা সীমান্ত ক্রসিং

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকার রাফা সীমান্ত ক্রসিং শনিবার আবারও খুলবে, যা মিসরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথ। যুদ্ধবিরতি চুক্তির অধীনে চতুর্থ দফার বন্দি ও জিম্মি বিনিময় সম্পন্ন হওয়ার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এক হামাস কর্মকর্তা ও আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের বরাত দিয়ে এএফপি শুক্রবার এ তথ্য জানিয়েছে।

রাফা সীমান্ত ছিল গাজা উপত্যকায় মানবিক সহায়তা প্রবেশের অন্যতম প্রধান পথ।

তবে গত বছরের মে মাসে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনি পাশ দখলে নেওয়ার পর থেকে এটি বন্ধ রয়েছে। মিসরসহ বিভিন্ন দেশ ও ত্রাণ সংস্থাগুলো একাধিকবার এর নিন্দা জানিয়েছে।

হামাস কর্মকর্তা বলেছেন, 'মধ্যস্থতাকারীরা হামাসকে জানিয়েছে, ইসরায়েল রাফা সীমান্ত শনিবার খুলতে সম্মত হয়েছে, বন্দি বিনিময়ের চতুর্থ দফা শেষ হওয়ার পর।'

সূত্রটি আরো জানিয়েছে, গাজায় আহতদের সরিয়ে নেওয়ার কাজও এই সীমান্ত দিয়ে সম্পন্ন হবে, যা গাজায় যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি মুক্তির চুক্তির অংশ।

এদিকে হামাসশাসিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রথম দফায় অসুস্থ ব্যক্তিদের একটি দল শনিবার চিকিৎসার জন্য মিসরে পাঠানো হবে। গত সোমবার ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) রাফা সীমান্তে তাদের পর্যবেক্ষণ মিশন আবারও শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
২০ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ১৮ মাঘ ১৪৩১, ২ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

অস্বাভাবিক মৃত্যু কাম্য নহে

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করিয়াছেন, ‘প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে।’ অর্থাৎ, মৃত্যু জীবনের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। ইহা অনিবার্য ও অবধারিত নিয়তি। মূলত এই কারণেই আমরা অবচেতন মনে হইলেও ‘কেমন মৃত্যু চাই’-এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে চেষ্টা করি! অস্কার ওয়াইল্ড যেমনটি বলিয়াছেন, ‘মৃত্যু খুব সুন্দর হইতে হইবে। নরম বাদামি মাটিতে শুইয়া থাকা, ঘাসের সঙ্গে মাথার দোল খাওয়া, পিনপতন নীরবতা, গতকাল নাই, আগামীকাল নাই...।’ সত্যি বলিতে, এই ধরনের মৃত্যু কে না চাহিবে? কিন্তু তাহা কি সকলের ভাগ্যে জুটে? অনেকে ভাবতে পারেন যে-বর্ষাকালে এইখানে, শীত-গ্রীষ্মে ঐখানে বসবাস করিব। এইভাবে নানা শিডিউলের মধ্য দিয়া আমরা জীবনকে সাজাইয়া তুলিতে চেষ্টা চালাই। যদিও আমরা কখনোই জানি না যে, বর্ষা, শীত বা গ্রীষ্ম মৌসুম কোন জায়গায়, কীভাবে কাটিবে। অর্থাৎ, জীবন-মৃত্যুর এই ধরাবাঁধা ছকের বাহিরে গিয়া আমাদের চিন্তা করিবার সামর্থ্য নাই একদমই। তবে ইহার পরও কথা থাকিয়া যায়! কারণ, কিছু কিছু মৃত্যু মানুষকে চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলে। ‘স্বাভাবিক’ মৃত্যুতে কাহারও হাত না থাকিতে পারে, কিন্তু ‘অস্বাভাবিক’ মৃত্যু লইয়া আমরা। । কী বলিব? কাছের মানুষের চিরবিদায় যেই শূন্যতা সৃষ্টি করে, তাহার ভার স্বাভাবিকভাবে বহন করিবার শক্তি কি সকলের মধ্যে থাকে? বিভিন্ন সময় আমরা যেই সকল অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিতে দেখি-হউক তাহা সড়ক দুর্ঘটনা কিংবা যুদ্ধবিগ্রহে প্রাণহানি, সেই সকল ব্যক্তির পরিবার-পরিজনের উপর দিয়া কী ঝড় বহিয়া যায়, তাহা কেবল ভুক্তভোগীরাই অনুধাবন করিতে পারিবেন। গত বুধবার (২৯ জানুয়ারি) যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে মধ্য আকাশে যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ ও সামরিক হেলিকপটারের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় যেই তরতাজা প্রাণগুলি ঝরিয়া গেল, তাহাদের পরিবার-স্বজনদের মানসিক অবস্থা এখন কোন অবস্থায়? এই দুর্ঘটনা তাহারা কীভাবে মানিয়া লইবে, এই ক্ষয়ক্ষতি তাহারা কীভাবে পোষাইবে? বিধ্বস্ত হওয়া উড়োজাহাজটিতে ৬০ জন যাত্রী ও চার জন এজন ক্রু এবং হেলিকপটারটিতে তিন সৈন্য ছিলেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত হিমশীতল পটোম্যাক নদী হইতে ৩০ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা গিয়াছে। আমরা এই দুর্ঘটনায় নিহতদের জন্য শোকাহত এবং ভুক্তভোগী পরিবারগুলির প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা। এই ধরনের দুর্ঘটনা এবং তাহাতে অস্বাভাবিক মৃত্যুর চিত্র নূতন কিছু নহে। বরং বলিতে হয়, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়া বাড়িতেছে এহেন ঘটনা-দুর্ঘটনা। গত মঙ্গলবার উত্তর ভারতে হিন্দুদের অন্যতম বড় ধর্মীয় উৎসব কুম্ভ মেলায় পদদলিত হইয়া অন্তত ৩০ জনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। একইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে সংঘটিত স্মরণকালের ভয়াবহ দাবানলের ক্ষয়ক্ষতির কথাও আমরা স্মরণ করিতে পারি। এই ধরনের বহু উদাহরণ রহিয়াছে। প্রশ্ন হইল, এই ধরনের ঘটনাগুলির রেশ কি কেবল হতাহত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে? অবশ্যই নহে। কারণ, জন্মগ্রহণ করিবার পর সাধারণত প্রতিটি মানুষ একটু একটু করিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করেন এবং একটি সময়ে আসিয়া তিনি স্বাবলম্বী হইয়া উঠিলে তাহার উপর পরিবারের অন্যান্য সদস্যের নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়। প্রায় প্রতিটি পরিবারই পরিচালিত হইয়া থাকে এইরূপভাবে। শুধু পরিবার কেন, তাহার উপর বিভিন্ন প্রয়োজনহেতু নির্ভর করিয়া থাকে সমাজ, দেশ এবং সর্বোপরি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। অর্থাৎ, সেই ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু তাহার পরিবার তো বটেই, অনেকের জন্যই বহু প্রতিকূল-প্রতিবন্ধকতা বহিয়া আনে। বিশেষত, ‘দায়িত্ব’ বড় কঠিন জিনিস-ইহা যাহাদের উপর রহিয়াছে, সেই মানুষগুলির অকস্মাৎ ও অপমৃত্যু মানিয়া লওয়া যে কারো জন্যই কঠিন। মানসিক দিক তো বটেই, অর্থনৈতিক বিষয়টিও এইখানে মুখ্য। পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারাইয়া পরিবারগুলি এক নিমেষে পথে বসিয়া যাইতে পারে। এই কারণে অস্বাভাবিক মৃত্যু সর্বদাই অপ্রত্যাশিত। হজরত আলী রা. বলিয়াছেন, ‘মৃত্যুর মতো সত্য আর আশার মতো মিথ্যা আর নাই!’ তবে মৃত্যুকে আমরা ‘সত্য’ মানিতে রাজি, কিন্তু ‘আশা’ ছাড়িতে রাজি নই! আমরা আশা করিতে চাই এই জায়গাটিতে যে, কাহারো অপমৃত্যু কিংবা গণমৃত্যু যাহাতে সংঘটিত না হয়, সেই বিষয়ে সকলে সতর্ক, সজাগ থাকিবে। মনে রাখিতে হইবে, প্রতিটি প্রাণই মূল্যবান, প্রতিটি প্রাণই পৃথিবীকে ব্যালান্স করিবার কাজটি করিয়া যাইতেছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। সুতরাং, এই মহামূল্যবান প্রাণ যেন অস্বাভাবিকভাবে ঝরিয়া না পড়ে, সেই ব্যাপারে আরো বেশি সচেতন হইতে হইবে।

ট্রাম্প যেভাবে জায়নবাদী পরিকল্পনাকে উসকে দিলেন

জায়নবাদীদের উদ্দেশ্য হলো ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে আবার উপনিবেশ স্থাপন করা। ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এটা নিয়ে আরও খোলামেলা কথাবার্তা হচ্ছে। জায়নবাদী এই পরিকল্পনা নিয়ে লিখেছেন **তিয়েরি ব্রেজিলিয়াঁ...**

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাব, গাজার ১৫ লাখ ফিলিস্তিনিকে জর্ডান বা মিসরে পুনর্বাসিত করা হোক, যাতে অঞ্চলটি ‘একেবারে পরিষ্কার’ করা যায়। তাঁর মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এমনকি গাজার কিছু বাসিন্দাকে ইন্দোনেশিয়ায় সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।
ইসরায়েলের সাবেক কট্টর ডানপন্থী জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন গাভির ট্রাম্পের এ প্রস্তাবের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছেন। এক্স প্ল্যাটফর্মে এক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘যখন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেই এই ধারণা উপস্থাপন করেন, তখন এটি বাস্তবায়ন করা ইসরায়েলি সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এখনই অভিবাসনকে উৎসাহিত করা উচিত।’
এই জাতিগত নির্মূল পরিকল্পনা ইহুদি উপনিবেশ সম্প্রসারণের পথ সুগম করবে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে ট্রাম্প দীর্ঘমেয়াদি জায়নবাদী আন্দোলনের পথেই এগোচ্ছেন। আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, ইসরায়েলের কট্টর ডানপন্থীদের যুদ্ধের যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছেন।
জায়নবাদীদের উদ্দেশ্য হলো ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে আবার উপনিবেশ স্থাপন করা। তাঁদের মতে, এটি ইসরায়েলের নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য আর গাজার বাসিন্দাদের জন্যও তা হবে উত্তম সমাধান। তাঁদের অনেকে বলেন, গাজাবাসীরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বাস করেন। অথচ অনেক দেশে শ্রমিকের চাহিদা আছে। তাঁরা চলে গেলে তো ভালো থাকবেন।
জায়নবাদী পার্টির নেতা ইসরায়েলি সংসদ সদস্য জিভ সুকোট আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন, ‘যেসব দেশ নৈতিকতার মুখোশ পরে গাজার মানুষদের নিয়ে উদ্বিগ্নতা দেখায়, তারা যেন এই ফিলিস্তিনিদের নিজেদের দেশে নিয়ে যায়। যদি তারা গাজার বাসিন্দাদের এতটাই ভালোবাসে, তাহলে দক্ষিণ আফ্রিকাই-বা কেন তাদের আশ্রয় দিচ্ছে না?’

গাজায় ১ লাখ আরব, ২০ লাখ নয়

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোত্রিচ কোনো লুকোছাপা না করেই ঘোষণা করেন, ‘গাজা উপত্যকায় অভিবাসনকে উৎসাহিত করা দরকার। গাজায় এক লাখ বা দুই লাখ আরব থাকতে পারে, কিন্তু ২০ লাখ কোনোমতেই না।’
এ ধারণা এখন ইসরায়েলি জনপরিসরে আলোচনার অংশ হয়ে উঠেছে। ২০২৪ সালের শুরুতে একটি জরিপ করা হয়। সেখানে জিজ্ঞাসা করা হয়, ‘আপনি কি গাজা উপত্যকার অধিবাসীদের অন্য দেশে স্বেচ্ছা অভিবাসনের পক্ষে নাকি বিপক্ষে?’ উত্তরে ৭৬ শতাংশ ব্যক্তি পক্ষে মত দেন। কী পরিহাস! ফিলিস্তিনিদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে ইসরায়েলি নাগরিকদের। অথচ ফিলিস্তিনিদের ইচ্ছার কোনো মূল্য নেই! আরবদের সরিয়ে দিয়ে গাজা, পশ্চিম তীর, এমনকি সিরিয়ার গোলান মালভূমি এবং লেবাননের লিটানি নদীর দক্ষিণ তীর পর্যন্ত বিস্তৃত একটি নিখুঁত ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের বাসনা নতুন কিছু নয়। যে সহিংসতা ব্যবহার করে গাজার জনসংখ্যাকে না খাইয়ে মারার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ অবকাঠামো পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে এবং উত্তর গাজায় ফিরে আসার সম্ভাবনাও নির্মূল করা হচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে ‘স্বেচ্ছা’ অভিবাসন কথাটার মতো নিষ্ঠুর আর কী হতে পারে!

অভিবাসন ছাড়া আর কোনো বিকল্প না রাখা

এ চিন্তার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে ১৯৩৭ সালে। ব্রিটিশ সরকার আরব বিদ্রোহের (১৯৩৬) পরিপ্রেক্ষিতে পিল কমিশন গঠন করে। এই কমিশন একদিকে ফিলিস্তিনকে দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত করার প্রস্তাব দেয়; অন্যদিকে আরব জনগণকে ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য নির্ধারিত ভূখণ্ড থেকে স্থানান্তর করার পরিকল্পনা তৈরি করে। তবে জায়নবাদীরা ‘স্বেচ্ছা’ অভিবাসন বলতে ফিলিস্তিনিদের নিজের ইচ্ছায় নেওয়া সিদ্ধান্ত বোঝাননি, বরং তাঁরা এমন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন, যাতে আরবদের সামনে অভিবাসন ছাড়া আর কোনো বিকল্পই না থাকে।
ফিলিস্তিনে জায়নবাদী নেতা জেনারেল ইয়েহোশুয়া সফেরস্কি প্রস্তাব করেছিলেন, ‘যদি নাগরিকত্ব দেওয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কৃষি আইন করে বড় আরব জমিদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে আরবদের জমি কেনা নিষিদ্ধ করা যায়, তাহলে অধিকাংশ আরব ফিলিস্তিন ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে।’ অন্যদিকে আরেক কট্টর দল ‘কনেসেট ইয়িসরায়েল’-এর নেতা এলিয়াহু বার্লিনে পরামর্শ দেন, ‘কর বাড়ানো উচিত, যাতে আরবরা করের চাপে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।’
এই নীতির মাধ্যমে জায়নবাদীরা তাঁদের নাগরিকদের সম্মতি আদায় করতে চেয়েছিলেন। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন আরব নেতাদের রাজনৈতিক ও আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে এই পরিকল্পনায় সহযোগী করে তুলেছিল। এই নেতাদের মধ্যে অন্যতম ট্রান্সজর্ডানের আমির আবদুল্লাহ ইবনে আল-হুসেইন, ইরাকের রাজা ফয়সাল ইবনে আল-হুসেইন।
আরেকটি পরিকল্পনা ছিল ফিলিস্তিনি বাসিন্দাদের ইরাকের উর্বর উপত্যকা ‘শাত-আল-ঘারাফ’ অঞ্চলে পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা। তাহলে ইউরোপ থেকে আগত বিপুলসংখ্যক ইহুদির জন্য ভবিষ্যতে এই জমি কাজে লাগবে। এই পরিকল্পনাগুলোর কিছু ‘মানবিক’ প্রচেষ্টা হিসেবে উপস্থাপিত হলেও আসলে এগুলোর বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফিলিস্তিনিরা ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছিল যে জায়নবাদ একটি ঔপনিবেশিক প্রকল্প। দেশ ছেড়ে যাওয়ার অর্থ হবে নিজেদের পরিচয় ও মাতৃভূমি বিসর্জন দেওয়া। ১৯৪১ সালে আরেক ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন-গুরিয়ন বলেছিলেন, ‘ইসরায়েলের ভূমি হলো বিশাল আরব অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। আর এই ভূমিতে বসবাসকারী আরবরা বৃহত্তর আরব জাতির তুলনায় তুচ্ছ এক জনগোষ্ঠী।’ এটি জায়নবাদী দৃষ্টিভঙ্গির খাঁটি দৃষ্টান্ত। তারা ফিলিস্তিনি আরবদের নিজের ভূমিতে থাকাটা মেনে নিতে পারে না। ১৯৪৭ সাল থেকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করা শুরু হয়। এভাবে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল ও প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধ বাধে। এ যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে জায়নবাদীদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের তিন-চতুর্থাংশ আরব জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করা হয়।
এরপর ইসরায়েলি প্রচারণা একটি নতুন মিথ তৈরি করে। আরব নেতারাই নাকি ফিলিস্তিনিদের দেশ ছাড়তে বলেছিলেন, যাতে তাঁরা সামরিক অভিযানের জন্য জায়গা পান এবং পরে বিজয়ের পর ফিরে আসতে পারেন। এই একই প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত রয়েছে ভিন্ন নামে এবং ভিন্ন কৌশলে। ‘স্বেচ্ছা’ অভিবাসন সেই কৌশলেরই একটি।

১৯৬৭-এর পর গাজা খালি করার পরিকল্পনা

১৯৬৭ সালের দখলদারির পর ইসরায়েলি শাসকদের কাছে আবারও ‘আরব সমস্যা’ নতুন করে সামনে আসে, বিশেষ করে গাজা উপত্যকায়। ইসরায়েলি নেতৃত্ব তখন আবারও ‘স্বেচ্ছা অভিবাসন’ বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। এর লক্ষ্য ছিল যাতে গাজায় মাত্র ৭০ হাজার থেকে ১ লাখ ফিলিস্তিনি রেখে অন্যদের সিনাই মরুভূমি বা জর্ডানে পাঠানো যায়।
সে সময়ের ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী লেভি ইশকোলের পরিকল্পনা ছিল এমনভাবে একটি নীরব অভিবাসন ঘটানো, যেন বোঝা না যায় যে ইসরায়েল সরাসরি এতে জড়িত। এই লক্ষ্যে আরব সমাজ সম্পর্কে জানতেন এমন ইসরায়েলি নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সরাসরি গাজার জনগণের কাছে পাঠানো হয়েছিল, যাতে তাঁরা স্থানীয় নেতাদের বোঝাতে পারেন যে গাজা ছেড়ে গেলেই তাঁদের জন্য ভালো হবে। ইশকোল মনে করতেন, ‘এই দমবন্ধ করা পরিবেশ ও সীমাবদ্ধতার কারণে হয়তো আরবরা গাজা ছেড়ে চলে যেতে রাজি হবে।’ কিন্তু গাজার ফিলিস্তিনিরা এ প্রচেষ্টায় মোটেই সাড়া দেয়নি। ১৯৭১ সালে প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে দায়ান এই ‘স্বেচ্ছা’ অভিবাসনের আরও কঠোর সংস্করণ তৈরি করেন। তিনি নির্দেশ দেন, ‘আমরা তাদের ৪৮ ঘণ্টা সময় দিই। আমরা তাদের বলতে পারি যে তোমাদের সিনাইয়ে বা অন্য কোথাও যেতে হবে, আমরা তোমাদের নিয়ে যাব। প্রথমে আমরা তাদের স্বেচ্ছায় যাওয়ার সুযোগ দেব। আমরা তাদের বাড়ির আসবাবও সরিয়ে দিতে সাহায্য করব।’ মোশে দায়ানের প্রস্তাব এখানেই শেষ নয়। তিনি আরও বলেছিলেন, যদি কেউ এসে তাদের জিনিসপত্র গোছানোর ব্যবস্থা না করে, তাহলে বুলডোজার এনে বাড়ি গুঁড়িয়ে দিতে হবে। যদি কেউ বাড়ির ভেতরে থাকে, তাদের জোর করে বের করে দেওয়া হবে। যেহেতু তাদের আগেই ৪৮ ঘণ্টা সময় দেওয়া হবে, তাই কোনো নীতিগত সংকট তৈরি হবে না। তাঁর মতে, এভাবে তাদের জিনিসপত্র ট্রাকে তুলে পাঠিয়ে দিতে পারলে তা স্বেচ্ছা অভিবাসনের মতোই দেখাবে।

স্থানান্তর নীতি

এতক্ষণ যে আলোচনা করা হলো, তাতে দেখা যাচ্ছে, ট্রাম্পের এ ধারণা মোটেই নতুন কিছু নয়। ঐতিহাসিক পর্যালোচনা দেখাচ্ছে যে তথাকথিত ‘স্বেচ্ছা অভিবাসন’ ধারণার নিরবচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ ধারণা যাকে অভিবাসিত করার কথা বলছে, তার অস্তিত্বই স্বীকার করে না। তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতি কোনো সম্মানের তো প্রশ্নই ওঠে না।
ফিলিস্তিনিদের বলা হয় সরে যেতে। কারণ কী? কারণ হলো এই যে জায়নবাদীরা মনে করে ইহুদিরা শ্রেষ্ঠ, ফিলিস্তিনিদের চেয়ে উচ্চস্তরের। এই ‘শ্রেষ্ঠত্ব’ বাস্তবায়ন করাই তথাকথিত ‘স্বেচ্ছা’ অভিবাসনের উদ্দেশ্য। আর কী আশ্চর্য, যুদ্ধ ও নির্যাতনের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের নিজ দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে ‘নির্যাতিত ইহুদিদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল তৈরিতে’।
এই ‘স্বেচ্ছা’ অভিবাসন ধারণা যে ঠিক, তা প্রমাণ করার জন্য ফিলিস্তিনিদের দুর্দশার দায়ও তাদের ওপর চাপানো হয়। যদি তারা নিজ দেশ ছেড়ে না যায়, তাহলে তাদের ওপর চেপে বসা যুদ্ধ, মৃত্যুর জন্য তাদেরই দায়ী করা হয়। এরপর দোষ চাপানো হয় আরব রাষ্ট্রগুলোর ওপর। বলা হয়, তারা কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং ইসরায়েলের প্রতি শত্রুতা থেকে শরণার্থীদের গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। পরবর্তী পর্যায়ে দায়ভার স্থানান্তরিত হয় জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী সংস্থার মতো সংস্থাগুলোর ওপর। ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ সংস্থাটিকে ইসরায়েল অভিযুক্ত করে আসছে শরণার্থী সমস্যাকে দীর্ঘায়িত করার জন্য। ইসরায়েল এ সংস্থাকে তার অস্তিত্বগত হুমকি হিসেবে দেখে। এ কারণেই ২০২৩ সালের অক্টোবরে ইসরায়েলের এক নতুন আইনের মাধ্যমে সংস্থাটিকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়।
এই ‘স্বেচ্ছা’ অভিবাসনের কল্পিত ধারণা একদিকে একটি জনগোষ্ঠীকে তার ভূমি থেকে উচ্ছেদ করার প্রকল্পকে নৈতিকভাবে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করে, অন্যদিকে দখলদারদের জন্য নৈতিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার সুবিধাও দেয়। কিন্তু বাস্তবে এটি জোর করে স্থানান্তর করা ছাড়া আর কিছু নয়।
১৯৭০ সালে যখন গাজার ফিলিস্তিনিরা দেশ ছাড়তে অস্বীকার করেছিল, তখন ইসরায়েলের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী জোরাখ ওয়ারহাফটিগ প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ারকে বলেছিলেন, ‘যদি শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, তবে সেটা করা উচিত। তবে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলার মধ্যে।’
এবারও ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজাকে ১৫ মাসের বেশি সময় ধরে ‘নরকে’ পরিণত করার পরও সেখানকার মানুষ ‘স্বেচ্ছায়’ তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে যেতে রাজি হয়নি। বরাবরের মতোই যা দরকার, তা হলো একটি টেকসই রাজনৈতিক সমাধান তৈরি করা। আর তা না হলে গাজা দখল ও অধিকাংশ ফিলিস্তিনিকে উচ্ছেদ করে সেখানে ইহুদি বসতি স্থাপন করার পরিকল্পনা ইসরায়েলের রাজনৈতিক মহলের বিশাল অংশের মধ্যে রয়ে যাবে। আর এটাই ইহুদি বসতি স্থাপনকারী সংগঠনগুলোর চূড়ান্ত লক্ষ্য। ভবিষ্যতে কোনো সংকট দেখা দিলে এই নীতি কৌশলগত বাস্তবায়নের রূপ নিতে পারে। ঠিক এই পরিকল্পনাই ইসরায়েলি সরকার ও সেনাবাহিনী উত্তর গাজায় তাদের সাম্প্রতিক যুদ্ধ অভিযানের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

তিয়েরি ব্রেজিলিয়াঁ সাংবাদিক
মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ঈষৎ সংক্ষেপিত অনুবাদ

জেমস ভিনসেন্ট

যে কারণে ডিপসিকের ভয়ে কাঁপছে সিলিকন ভ্যালি

চীনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ডিপসিকের তৈরি করা নতুন এআই ভাষা মডেল ‘ডিপসিক আরওয়ান’ প্রযুক্তি সারা দুনিয়ায় হইচই ফেলে দিয়েছে। মাত্র এক সপ্তাহ আগে চালু হওয়া এই সিস্টেম ইতিমধ্যে অ্যাপ ডাউনলোডের শীর্ষ তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। এই প্রযুক্তি শেয়ারবাজারে প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলারের ধস নামিয়েছে এবং সিলিকন ভ্যালিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে।
সোজা কথায় বললে, ডিপসিক আরওয়ান হলো এমন একটি এআই-ব্যবস্থা, যা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধুনিক এআই মডেলগুলোর সমকক্ষ, অথচ তুলনামূলক অনেক কম খরচে তৈরি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলো এত দিন ধরে এআই গবেষণায় শীর্ষে ছিল। কিন্তু চীনের হাতে প্রযুক্তি-দুনিয়ার নেতৃত্ব চলে যেতে পারে—এ ভাবনায় পশ্চিমা দেশগুলো অস্থির হয়ে পড়েছে। যাঁরা নিবিড়ভাবে এআই নিয়ে খোঁজখবর রাখেন, তাঁদের জন্য ডিপসিক আরওয়ান খুব একটা অপ্রত্যাশিত ছিল না। কারণ, এটি হুট করে আবির্ভূত হয়নি।
২০২৩ সালে চীনের ‘হাই-ফ্লাইয়ার’ নামে একটি হেজ ফান্ড (অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান) ডিপসিক প্রতিষ্ঠা করে। হাই-ফ্লাইয়ার মূলত বড় ডেটা বিশ্লেষণ করে, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডিপসিকের গবেষণা ল্যাব দ্রুতই নতুন নতুন উদ্ভাবনী গবেষণা প্রকাশ করতে শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী লিয়াং ওয়েনফেং গত নভেম্বরে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তাঁদের কাজের উদ্দেশ্য শুধু ব্যবসায়িক লাভ নয়, বরং ‘উৎসাহ ও কৌতূহল’ থেকে তাঁরা এটি করছেন।
গত বছরের ডিসেম্বরেই তাঁরা ডিপসিক ভিথ্রি নামের একটি এআই মডেল চালু করেন। ভিথ্রি হলো আরওয়ানের আগের সংস্করণ। এটি একইভাবে উচ্চ কার্যক্ষমতাসম্পন্ন ও কম খরচের মডেল ছিল। এটি চ্যাটজিপিটির মতোই বড় ভাষা মডেল (এলএলএম)। এটি লেখালেখি, অনুবাদ, কোডিংসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়।
বিশ্বখ্যাত এআই-গবেষক আন্দ্রেই কারপ্যাথি গত বছর ডিপসিকের সক্ষমতা দেখে মন্তব্য করেছিলেন, ‘অল্প বাজেটে বিশ্বমানের এআই মডেল তৈরি করে ডিপসিক আজ সহজেই দারুণ কিছু করে দেখাল।’ তিনি এ মন্তব্য করেছিলেন ডিপসিক ভিথ্রি চালুর সময়।

ডিপসিক ভিথ্রি এবং আরওয়ান তৈরি করতে ডিপসিকের মোট খরচ হয়েছিল মাত্র ৬০ লাখ ডলার। যদিও এটি ছোট অঙ্ক নয়, কিন্তু ওপেনএআইয়ের জিপিটি-ফোরের সঙ্গে তুলনা করলে পার্থক্যটা বিশাল হয়ে ওঠে। কারণ, জিপিটি-ফোর তৈরি করতে ১০ কোটি ডলারের বেশি খরচ হয়েছিল। অর্থাৎ জিপিটি-ফোরের বাজেট ছিল ডিপসিকের বাজেটের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি।
আরওয়ানের প্রভাব এত বেশি হওয়ার পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে।
প্রথমত, আরওয়ান একটি ‘চেইন অব থট’ মডেল। এর মানে হলো এটি যখন কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়, তখন ধাপে ধাপে যুক্তি সাজিয়ে ব্যাখ্যা করতে থাকে, ঠিক যেমন একজন মানুষ চিন্তা করে এবং উত্তর তৈরি করে। সাধারণ এআই মডেলগুলো শুধু ডেটাবেজ থেকে তথ্য টেনে এনে উত্তর দেয়। কিন্তু আরওয়ান নিজের ভাবনাকে সাজিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে। ফলে এর উত্তরগুলো বেশি নির্ভরযোগ্য ও বোধগম্য হয়।
এ কারণেই আরওয়ানের সক্ষমতাকে ওপেনএআইয়ের ওওয়ান মডেলের সমতুল্য বলে ধরা হচ্ছে। জিরোওয়ানও একই ধরনের চেইন অব থট পদ্ধতি ব্যবহার করে।
এ দুই মডেলের পারফরম্যান্স প্রায় একই পর্যায়ে রয়েছে। তবে আরওয়ানের আরেকটি বিশেষত্ব হলো এটি বিশেষ করে গণিত ও প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে দারুণ পারফর্ম করছে। সাধারণত, এআই মডেলগুলো ভাষাগত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেও জটিল গাণিতিক বা কোডিং-সম্পর্কিত প্রশ্নে খুব একটা ভালো করতে পারে না। কিন্তু আরওয়ান সেই দুর্বলতা কাটিয়ে তুলতে পেরেছে।
আরেকটি বড় কারণ হলো, আরওয়ান সহজে ব্যবহার করা যায় এবং একদম বিনা মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। ওপেনএআইয়ের ওওয়ান মডেল ব্যবহার করতে মাসে ২০ ডলার খরচ করতে হয়। কিন্তু আরওয়ানের অ্যাপ একেবারে ফ্রি। শুধু সাধারণ ব্যবহারকারীর জন্যই নয়, ডেভেলপারদের জন্যও এটি পুরোপুরি ফ্রি। তাঁরা চাইলে আরওয়ানের কোড ডাউনলোড করে নিজেদের ব্যবসা বা প্রকল্পে ব্যবহার করতে পারেন, যেখানে অন্যান্য উন্নত এআই মডেলগুলো সাধারণত অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যায়।
এই সহজলভ্যতাই আরওয়ানের জনপ্রিয়তাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আরওয়ান তৈরির পদ্ধতি সিলিকন ভ্যালির প্রচলিত এআই উন্নয়নের কৌশলকে চ্যালেঞ্জ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত বড় এআই মডেল তৈরির জন্য বিপুল পরিমাণ তথ্য ও শক্তিশালী কম্পিউটার ব্যবহার করে। এতে বিশাল পরিমাণ শক্তি ও অর্থ খরচ হয়, যা প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনৈতিকভাবে নির্ভরশীল করে তুলছে। যেমন সম্প্রতি ট্রাম্প ৫০০ বিলিয়ন ডলারের ‘স্টারগেট’ প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। এর মধ্য দিয়ে সেখানে সরকার এআই উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখবে।
কিন্তু আরওয়ান প্রমাণ করেছে, কম খরচে ও কম শক্তি ব্যবহার করেও উন্নত মানের এআই তৈরি করা সম্ভব। এটি ওপেনএআইয়ের ওওয়ানের তুলনায় ৯৫ শতাংশ সস্তা এবং মেটার এললামা থ্রি পয়েন্ট ওয়ানের মাত্র এক-দশমাংশ কম্পিউটিং শক্তি ব্যবহার করে।
এত কম বাজেটে উন্নত পারফরম্যান্সের এআই তৈরি করা সত্যিই অবাক করার মতো ব্যাপার, যা যুক্তরাষ্ট্রের বড় প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রচুর টাকা খরচের পদ্ধতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। তবে আরওয়ানের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এখনই বোঝা কঠিন। কেউ বলছেন, এটি এনভিডিয়ার মতো চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর বাজারমূল্য বেশি ধরে নেওয়া হয়েছে বলে প্রমাণ করছে।
সব মিলিয়ে এটি স্পষ্ট, এআই-জগৎ খুবই অস্থির এবং এটি নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। ডিপসিক আরওয়ান এআই-জগৎকে কোথায় নিয়ে যাবে, তা ভবিষ্যৎই বলে দেবে।

জেমস ভিনসেন্ট প্রযুক্তিসংক্রান্ত খবরাখবরের ওয়েবসাইট ভার্জের সাবেক সম্পাদক
দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, অনুবাদ:

প্রথম নজর

আবেগঘন চিত্তে প্রধান শিক্ষকের বিদায় স্কুলে

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: চোখের জলে চাকরি জীবনের শেষ দিনে বিদায় নিলেন প্রধান শিক্ষক। অত্যন্ত আবেগঘন চিত্তে প্রিয় প্রধান শিক্ষককে বিদায় জানালেন ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে কালীরহাট দেওয়ান চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। দীর্ঘ ২২ বছরের চাকরি জীবনের ইতি ঘটলো ৩১শে জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে ২০০২ সালের ২৭শে মার্চে কালীরহাট দেওয়ান চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেছিলেন পঙ্কজ কুমার অধিকারী। উনার ২২ বছর চাকুরী জীবনে কালীরহাট দেওয়ান চন্দ উচ্চ বিদ্যালয় সফলতার শীর্ষে পৌঁছেছে। পঠন পাঠন থেকে খেলাধুলা সব ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। প্রধান শিক্ষক তথা সকলের প্রিয় মাষ্টার মশাই পঙ্কজ কুমার অধিকারী তাঁর দীর্ঘ কর্ম জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। এদিন প্রথমে উনাকে একটি হুডখোলা গাড়িতে করে স্কুলে নিয়ে আসা হয়। এরপর স্কুলের পতাকা উত্তলনের পর ভূমিদাতাদের মূর্তিতে মাল্যদান এবং একটি গাছ রোপণ করার পর একটি নৃত্যের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষককে বরণ করে অনুষ্ঠানের সুচনা করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধূপগুড়ির বিডিও সঞ্জয় প্রধান, স্কুলের পরিচালন সমিতির সদস্যরা পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষকের বাড়ি থেকে তার স্ত্রী ও কন্যা এবং বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা। সকলে তাদের মুল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে শিক্ষকের চাকরি জীবনের শেষ দিনে সংবর্ধনা জানায় এবং সুন্দর অবসর জীবন কামনা করেন।

সোনাখালিতে শুরু হল মানবতা হেলথ কেয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাসন্তী

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার সোনাখালীতে শুরু করল মানবতা হেলথ কেয়ার। বৃহস্পতিবার সোনাখালি বাজারে মানবতা নামক এক স্বেছাসেবী সংস্থা একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করল। যেখানে দুঃস্থ অসহায় মানুষেরা কলকাতার নামিদামি চিকিৎসক দ্বারা ন্যূনতম ফিজ এ চিকিৎসা পরিষেবা ও ঔষধি সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবে বারো মাস। যেখানে দন্তচক্ষু সহ সার্বিক চিকিৎসা পরিষেবা মানুষ পাবে। এদিনের এই শুভ উদ্বোধন কর্মসূচি সূচনা হয় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে। তেলাওয়াত করেন হাফেজ মাওলানা মুফতি সুজাউদ্দিন । অতঃপর প্রতীকী বৃক্ষরোপণ এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। পরপরই ফিতে কাটার মধ্য দিয়ে মানবতা হেলথ কেয়ারের উদ্বোধন সম্পন্ন হয়। প্রতিকী বৃক্ষরোপণ ও হেলথকেয়ারের উদ্বোধন করেন এদিনের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও সভাপতি আল আমীন মিশনের সুপারভাইজার আলহাজ্ব সেখ মারুফ আজম সাহেব। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষারত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক মুফাক্কারুল ইসলাম, কলকাত মেডিকেল কলেজের প্রফেসর ডা.ফরিদ খন্দকার, আবুসিদ্দিক খান (সিরাত সাধারণ সম্পাদক),বাপিরুল হোসেন খান, সেখ সোহেল জাবেদ, ডা. নাসিম জাভেদ, ডা.মোজাহিদুল ইসলাম, ডা.আসাদুল আকঞ্জি, ডা. সুহান আহমেদ, ডা. সাজিরুল হক প্রমুখ। চিকিৎকরা শতাধিক মানুষকে পরিষেবা প্রদান করেন।

প্রতিবন্ধীদের রিকশা বিতরণ কলতলায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাসন্তী

আপনজন: সুন্দরবন আল ফুরকান ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের উদ্যোগে বাসন্তী ব্লক ও থানার অন্তর্গত কাঁঠাল বেড়িয়া অঞ্চলে কলতলায় প্রতিবন্ধীদের গাড়ি ও অনাথ শিশু দের জন্য বস্ত্র ও কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ট্রাস্টের কণোধার মোহাম্মদ মিরাজ ইসলাম বলেন আজ ২০০ জন অসহায় মানুষের জন্য একটু কিছু করলাম এবং আমরা প্রতিবন্ধী দের মেডিকেল চেকাপ করিয়ে কাড করতে সাহায্য করি এবং অন্য অসহায় দের বিভিন্ন বিষয়ে মানব সেবার কাজ করি এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশ বাঁচাও সামাজিক কমিটির রাজ্য সম্পাদক ও মানবাধিকার কর্মী ও বিশিষ্ঠ সমাজ সেবী হোসেন গাজী বিশিষ্ঠ আইন জিবি আনিসুর রহমান কাঁঠাল বেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিনারা গাজী মাওঃ মফাক্কার হোসেন প্রসেনজিৎ বোস ভোলানাথ সরকার চন্দনা সরদার ও প্রবীর নাইয়া প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

ঢোলায় ফকির সাহেব-মাজারে ওয়ালি রহমানি

সাবির আহমেদ ● ঢোলা

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগণার ঢোলাহাট সংলগ্ন মাদার পাড়া রহমানিয়া হেফজুল কোরআনিয়া মাদ্রাসায় বুধবার প্রখ্যাত মোটিভেশনাল স্পিকার ওয়ালি রহমানী ফকির সাহেব রঃ প্রপৌত্র মাওলানা নুরুল্লাহ মোল্লার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা ও তার মানোন্নয়নের ব্যাপারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা করেন।
বিশেষ ভাবে উল্লেখ ঢোলার ফকির সাহেব রঃ এর সুনাম এই এলাকা ছাড়িয়ে জেলা ও জেলার বাইরে কিছু কিছু জায়গায় বেশ প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন তাসাউফ অনুশীলনকারী প্রখ্যাত সুফি সাধক।
তাঁর পরলোকগমনের পর তাঁর পৌত্র আলহাজ্ব রহিম বক্স সাহেব তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার দায়িত্ব সামলাতেন।২০২২ শে তাঁর পরলোকগমনের পর বর্তমান ফকির সাহেব রঃ এর প্রপৌত্র মাওলানা নুরুল্লাহ মোল্লা সাহেব তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

সরকারি পরিষেবা-বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ দৃষ্টিহীন তিন ভাইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: জন্মগত দু'চোখে অন্ধ, ভিক্ষা করে চলে সংসার। বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত একই পরিবারের তিন প্রতিবন্ধী। সরকারি দপ্তরে একাধিকবার আবেদন জানিয়েও মিলছে না সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা। এমনকি দিদিকে বল হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করে কোন কাজ হচ্ছে না। এখনো পর্যন্ত মেলে নি সাড়া।প্রশ্ন, আর কতটা গরিব হলে পাওয়া যাবে সরকারি সুযোগ-সুবিধা? সরকারি আধিকারিকদের বক্তব্য প্রতিবন্ধী ভাতা থেকে শুরু করে আরো অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।
রতুয়া ১ ব্লকের সামসী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বান্ধাকুরি গ্রামের বাসিন্দা এসতাব আলী। তার পাঁচ ছেলে এরমধ্যে তিন ছেলে সাদ্দাম হোসেন, জিয়াউল হক ও আনিকুল হক জন্মগতভাবে শারীরিক প্রতিবন্ধী। তারা চোখে দেখতে পান না। গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে চলে তাদের সংসার। বয়স্ক ভাতা, মানবিক ভাতা, এমনকি আবাস যোজনা প্রকল্পের একটি বাড়িও জোটে নি তাদের কপালে। তাদের আক্ষেপ, সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধার জন্য প্রশাসনিক দপ্তরে চক্কর লাগিয়েও কোন কাজ হচ্ছে না। এমনকি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং পঞ্চায়েত সদস্য তাদের কথা শোনেন না। আর কতটা গরীব হলে পাওয়া যাবে সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা।
যদিও এই প্রসঙ্গে রতুয়া ১ ব্লকের বিডিও রাকেশ টোপ্পোকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন মানবিক ভাতার জন্য জেলা প্রশাসনকে আলাদা করে চিঠি পাঠাতে হয়, সেটি পাঠিয়ে দেব। আবাস প্রকল্পে নতুন করে নামকরন শুরু হলে তাদের নাম নথিভুক্ত করে দেওয়া হবে। কোন বঞ্চিত হবেন না তারা।

কলকাতায় খাটাল রাখা বেআইনি, নগরপালকে বলেছি তুলতে: মেয়র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: আইনের উপরে কেউ নয়। খাটাল রাখা কলকাতায় বেআইনি। আমি নগরপালকে বলেছি খাটাল গুলি তোলার ব্যবস্থা করুন। সেখানে যদি আমাদের স্টাফ গিয়ে দালালি করে। ১৭ হাজার কর্মচারী রয়েছে। তার মধ্যে একজন ভুল করতে পারে অন্যায় করতে পারে। এটা কি করে থ্রেট কালচার । নিশ্চয় আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করব। শুক্রবার কলকাতা পৌরসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এভাবেই নিজের মত প্রকাশ করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, কেউই আইনে ঊর্ধ্বে নয়। গায়ের জোড়ে কোনো বেআইনি বাড়ি আটকানো যায় না। যারা হই হই করছে। তাদের কে জানতে হবে যে আইনে বাধা দিলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমাকে যখন সিবিআই গ্রেফতার করেছিল। তখন পাড়ার লোক আটকানো চেষ্টা করেছিল। আমি বললাম না এই সমস্যার সমাধান আইনের মাধ্যমে সম্ভব। প্রোমোটারদের উস্কানি তে তারা হই চোই করছিল। প্রোমোটার যা করছে মনে হচ্ছে একটা সেলের মধ্যে রয়েছে। অনেক গরীব মানুষ আছেন যারা বাড়ি করার ক্ষমতা নাই। তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গরীব মানুষের জন্য বাংলা বাড়ি করেছেন। আমাদের একদিন গালাগালি দিলেন তাতে কি হয়। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান করলে আইনের মাধ্যমেই করতে হবে। নোটিশ না দেওয়ার অভিযোগে তিনি বলেন মালিকের নামে নোটিশ গেছে। প্রোমোটারের নামে কোনো সন্ধান আমাদের কাছে নেই। তাই নোটিশ জমির মালিকের নামে যাবে। ট্যাংরা মানুষ চিন্তা নিয়ে তিনি বলেন আমাদের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার যে ভাবে বলবে সেই ভাবে বাড়ি ভাঙা হবে। তবে যদি গরীব মানুষ আমাদের কাছে আবেদন করলে আমরা তাদের জন্য বাংলা বাড়ি করে দেব। পুর সভার নজরদারি আছে। এখন আর বেআইনি বাড়ি হবে না। বার বার বলা হচ্ছে জমি দলিল দেখে নিন। পুর সভার নকশা দেখে নিন। তার পরেই বাড়ি কিনুন বলেন মেয়র। এদিন তিনি সুপ্রিম কোর্টের একটা নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন। যতদিন বাড়ির সিসি পাবে না ততক্ষণ কোনো পরিষেবা পাবেন না। জল পাবেন না ।নিকাশি লাইন পাবেন না। গার্ডেন রিচ বিল্ডিং পড়ার পর আমি দেখলাম। আমি ১৩ টি লাশ বার করে দেখেছি। তার পরে আমরা অনেক কাজ করেছি। আমি কোনো গরীব মানুষকে ক্ষতি করতে চাইনি। বেআইনি বাড়ি ভাঙতে চাই। কিন্তু তার জন্য তাদের সুরক্ষা নিয়ে আপস করতে পারিনা। এই হেলে বাড়ি নিয়ে কারা কারা বাড়ি নিয়ে কাজ করে। তাদের ক্রেডেন্টিয়াল নিয়ে থাকি। তার জন্য আমার বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকি। তার আগে আমরা তাদের অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তি যাচাই করার পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ এবং স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার দের পরামর্শ এবং মতামত নিয়ে আমরা তারপরেই সেই সংস্থাকে কাজ দেব বলেন মেয়র। তার জন্য এই ধরনের সমস্ত সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। যারা পারবে তাদের কেই দায়িত্ব দেওয়া হবে। হেলে থাকা বাড়িকে সোজা করার বিষয়ে বলেন মেয়র। এদিন সুপ্রিম কোর্টের রায় পড়ে শোনান তিনি। শুভেন্দু অধিকারী নিয়ে তিনি বলেন যে বিজেপির তো ৭৩ টি আসন লাগবে। তার পরেই তো শুভেন্দু আমার আসনে বসতে পারবে বলে কটাক্ষ করেন তিনি।

ইটিন্ডা রোডের নামকরণ স্বাধীনতা সংগ্রামী দিনেশ মজুমদারের নামে

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: স্বাধীনতা সংগ্রামী দীনেশ মজুমদারকে নিয়ে বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করল বসিরহাট পৌরসভা। বসিরহাট পৌরসভার পক্ষ থেকে ইটিন্ডা রোড নাম পরিবর্তন করে নাম হল দীনেশ মজুমদার রোড। এমনই কথা ঘোষণা করল বসিরহাট পৌরসভার পৌর মাতা অদিতি মিত্র। উল্লেখ্য বেশ কয়েকদিন ধরে দীনেশ মজুমদার রক্ষা কমিটির তরফ থেকে বিভিন্ন জায়গায় লিখিত আকারে জানানো হয় তার স্মৃতিতে কিছু একটা করার জন্য। তার আবেদন রাখে বসিরহাট ইটিন্ডা রোড সেই ইটিন্ডা রোডকে পরিবর্তন করে দীনেশ মজুমদারের নামে করা হোক। আর সেই তাদের দাবিতে সিলমোহর দিল পৌরসভা। পৌরসভার ২৩ জন কাউন্সিলর এর উপস্থিতিতে এই বিশেষ কাজটি সম্পন্ন হয়। সেদিন ছিল বসিরহাট টাউন হলে দীনেশ মজুমদারের স্মৃতিতে সভা, সেই সভায় এই কথা ঘোষণা করে দীনেশ মজুমদার স্মৃতি রক্ষা কমিটির বিভিন্ন সদস্য সদস্যরা।৭ সালের ১৯ মে বসিরহাটের নিমতলায় পূর্ণচন্দ্র মজুমদারের দ্বিতীয় সন্তান দীনেশের জন্ম। ছোটবেলায় খুব ডাকাবুকো ছিলেন দীনেশ। আপাতদৃষ্টিতে শান্তশিষ্ট, কিন্তু কোণঠাসা হলেই মরিয়া হয়ে উঠতেন তিনি। ১৯২৪ সালে ১৭ বছর বয়সে বসিরহাট হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। স্কুলের রাস্তাটি বর্তমানে তাঁরই নামাঙ্কিত। বসিরহাট হাই স্কুলের পাট চুকিয়ে দীনেশ চলে যান কলকাতায়, জ্যাঠামশাই হরিমোহন মজুমদারের আশ্রয়ে, তাঁর সাত নম্বর রামমোহন রায় রোডের বাড়িতে। সেখানেই লেখাপড়ার পাশাপাশি চলতে থাকে শরীরচর্চা, বিপ্লবী কাজকর্ম। কলকাতার সিটি কলেজে আইএসসি পড়ার সময়ই লাঠি ও ছুরি খেলার অনুশীলনের জন্য সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে ভর্তি হন। ক্রমশ ওই দু'টি খেলায় তিনি এতটাই পারদর্শী হয়ে ওঠেন যে, বহু জনের বিরুদ্ধে একটি লাঠি নিয়ে একাই প্রতিরোধ গড়তে পারতেন। এদিন বসিরহাট পৌরসভার পৌর মাতা অদিতি মিত্র বলেন, আমাদের কাছে আবেদন করা হয়েছিল ইটিন্ডা রোড নাম পরিবর্তন করে দীনেশ মজুমদার নামে রাখার জন্য। আমাদের যে তেইশ জন কাউন্সিলর রয়েছে তাদের উপস্থিতিতে আমরা ইটিন্ডা রোড নাম পরিবর্তন করে দীনেশ মজুমদার নাম রাখতে চলেছি। তিনি একজন দেশপ্রেমী ছিলেন দেশের জন্য লড়াই করেছেন। তাই তার জন্যই এই বিশেষ ব্যবস্থা। এদিন সাংবাদিক অনুপম সাহা তিনি বলেন, আমরা দীনেশ মজুমদার রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় আবেদন করেছিলাম দীনেশ মজুমদার নিয়ে তার স্মৃতিতে কিছু একটা করার জন্য। আমরা আবেদন রেখেছিলাম ইটিন্ড যে রোডকে নাম পরিবর্তন করে তার নামে রাখা হোক। আমাদের আবেদনের সাড়া দিয়ে বসিরহাট পৌরসভা ইটিন্ডা রোড নাম পরিবর্তন করে শহীদ দীনেশ মজুমদার নাম রেখেছে।

অন্তত ১০০ জনের মৃত্যু হয়েছে কুম্ভ মেলায়, দাবি সুজনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● পাঁশকুড়া

আপনজন: অন্তত ১০০ জনের মৃত্যু হয়েছে কুম্ভ মেলাতে, উত্তরপ্রদেশ সরকার লুকাচ্ছে, ক্রিমিনাল অ্যাক্টে যোগীর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ দায়ের করতে হবে, জেলা সম্মেলনে দাবি সুজন চক্রবর্তীর। সিপিএমের ২৫ তম পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন উপলক্ষে পাঁশকুড়ায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তী,মহাম্মদ সেলিম। মঞ্চ থেকে কুম্ভমেলা নিয়ে বিস্ফোরক সুজন, তিনি বলেন মৃত দেহগুলির পোস্টমর্টেম হয়নি , উত্তরপ্রদেশ সরকার দেহ গুলির ডেথ সার্টিফিকেট দেয়নি,দেহ ফিরে আসছে পশ্চিমবঙ্গে। উত্তরপ্রদেশ সরকার প্রথমে বললোমৃত্যু হয়েছে ২ জনের, তারপর বললো ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। লিখে রাখুন অন্তত ১০০র বেশি মানুষ মারা গেছেন। মানুষগুলোর মৃত্যু হল। ক্রিমিনাল অ্যাক্টে যোগীর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ দায়ের করতে হবে।

দুয়ারে সরকার শিবির পরিদর্শনে ব্লক প্রশাসন

মনিরুজ্জামান ● দেগঙ্গা

আপনজন: রাজ্যজুড়ে জোর কদমে নবম পর্যায়ের দুয়ারে সরকার কর্মসূচি চলছে।লক্ষীর ভান্ডার,স্বাস্থ্য সাথী, খাদ্য সাথী, কৃষক বন্ধু, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, এস সি এস টি সার্টিফিকেট, বিদ্যুতের নতুন সংযোগ,স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি মোট ৩৭ টি সরকারি পরিষেবা পাবেন মানুষ এই পর্যায়ের দুয়ারে সরকার শিবির থেকে। আর এইসব সরকারি পরিষেবা নেওয়ার জন্য মানুষ দুয়ারে সরকার শিবিরে ভিড় করছেন।মানুষের হাতের কাছে সরকারি পরিষেবা- মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মাস্টারস্ট্রোক বাংলার মানুষ সাদরে গ্রহণ করেছেন।সরকারি বিভিন্ন দপ্তর দুয়ারে হাজির হওয়ার ফলে আমজনতাও খুশি।দুয়ারে সরকার শিবির কেমন চলছে সেটা দেখার জন্য সরকারি আধিকারিকরা শিবির পরিদর্শন করছেন।শুক্রবার দেগঙ্গা ব্লকের জয়েন্ট বিডিও চন্দ্রশেখর মন্ডল কলসুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুয়ারে সরকার শিবির পরিদর্শন করেন।ছিলেন সি আই কো-অপারেটিভ আব্দুল মারুফ মন্ডল,ব্লকের বিডিএমও নিমাই চন্দ্র মন্ডল, আইএসডিপি আধিকারিক সুবীর সিনহা,পঞ্চায়েতের সেক্রেটারী পার্থ চ্যাটার্জী সহ অন্যান্যরা।

জমি দখল ও খুনের ঘটনায় গ্রেফতার তিন

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: জমি দখলকে কেন্দ্র করে গুলি খুন করার অভিযোগে দুজন গ্রেপ্তার।গতকাল জমি দখল পড়াকে কেন্দ্র করে বোমা ও গুলির লড়াই মৃত্যু এক আহত তিন। জমি জায়গা বিবাদ কেন্দ্র করে বোমা ও গুলি।মৃত এক জখম হয় চার জন বর্তমান দুজন একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।ঘটনাটি ঘটে নাকাশিপাড়া থানার শিবপুর গ্রামে রাধানগর মাঠে।তাদের চাপড়া থানা পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে যায় চাপড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আলাহামদ সেখ ৫২ মৃত বলে জানায়।মৃত পরিবারের পক্ষ থেকে দশ জনের বিরুদ্ধে চাপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায় করে। গতকাল রাতে চাপড়া তোলার পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে দুজনকে গ্রেফতার করে শুক্রবার কৃষ্ণনগর জেলা দায়ের আদালতে তোলা হলে বিচারক ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতে নির্দেশ দেন।ধৃতদের নাম ইজারুল শেখ ও আফান মল্লিক, রহিম মল্লিক।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,দীর্ঘদিন আলম শেখ সহ অন্যান্য আহতদের জমি গুলি দখলে ছিল।এখন সেই জমি জোরপূর্বক ভাবে চাষ করতে যাওয়ার পরেই দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় গন্ডগোল।তারা প্রতিবাদ করতে গেলেই ইজারুল শেখের লোকজন তাদেরকে ধারণা অস্ত্র দিয়ে কোপায় ও বোমা মারে।

এস এম শামসুদ্দিনের নতুন বই

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও লেখক এস এম শামসুদ্দিন- এর উপন্যাস 'আলিমার খুলা তালাক' ।দরিদ্র পরিবারের এক সাহসী নারীর জীবন সংগ্রাম ও উত্তরণ নিয়ে এক বাস্তব ধর্মী কাল্পনিক চরিত্রে চিত্রিত উপন্যাস ।

কলকাতা বই মেলা ২০২৫
আপনজন পাবলিকেশন
স্টল নং ৪০০ তে পাবেন

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পুলিশের উদ্যোগে রক্তদান শিবির ভগবানগোলায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিসের নির্দেশ, ভগবানগোলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ হালদার এর উদ্যোগে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ ও "উৎসর্গ" রক্তদানের উৎসব অনুষ্ঠিত হল
বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলায় এদিন সকাল ১০ টা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত এই কর্মসূচিটি চলে। প্রথমে ভগবানগোলা থেকে কালুখালি পর্যন্ত একটি সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়।এই সাইকেল র‍্যালি থেকে আস্তে গাড়ি চালানোর জন্য সবাইকে বার্তা দেওয়া হয়।এরপাশাপাশি ট্রাফিক নিয়ম মেনে গাড়ি চালানোর জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়।এদিনের র‍্যালিতে প্রায় ৬০ জন অংশগ্রহণ করেন।
সাইকেল র‍্যালির শেষে শুরু হয় রক্তদান কর্মসূচি ভগভানগোলা থানা প্রাঙ্গণে। এদিন এই রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন ভগবানগোলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ হালদার, অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা সহ জনসাধারণ। এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন শতাধিক মানুষ। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ভগবানগোলার বিধায়ক রেয়াত হোসেন সরকার, ভগবানগোলার এসডিপিও উত্তম গড়াই,ভগবানগোলা সার্কেল ইন্সপেক্টর মানস দাস, ভগবানগোলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ হালদার, ভগবানগোলা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রোকেয়া বিবি সহ আরো অনেকে। ভগবানগোলা থানার পুলিশের উদ্যোগে খুশি সকলেই।

কলেজে ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় শিবির

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: মেমারি কলেজের এন এস এস বিভাগের উদ্যোগে ইন্ডিয়ান রেড গ্রস সোসাইটির সহযোগিতায় ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় শিবির করা হয়। এই শিবিরে কলেজের ছাত্র ছাত্রী ছাড়াও এলাকার মানুষ এসে গ্রুপ নির্ণয় করেন বলে জানান মেমারি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী। এদিন কলেজের এনএসএস বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজ প্রাঙ্গনে ও কলেজের রাস্তায় থাকা গাছগুলির সৌন্দর্যায়নে ও পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিতে গাছের কান্ড গুলি রং করে।

নদিয়ার স্কুলে প্রজাতন্ত্র দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: গত ২৬ শে জানুয়ারি নদিয়ার জেলার নতুন আরবেতাই নদীয়া পাবলিক স্কুলে ৭৬ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল দশটার সময় পতাকা উত্তোলন এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।
পতাকা উত্তোলন করেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এনামুল হক এবং উপস্থিত ছিলেন স্কুলের কর্ণধার মাসুদুর রহমান, বাংলা সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক মোঃ ইসরাইল সেখ এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আজিজুল হক মন্ডল ও নাজিমুদ্দিন সেখ । এছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় মানুষজন ।

মাধ্যমিক ২০২৫ : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

একদিন-একদিন করে কমে আসছে! আর উত্তেজনার পারদ বাড়ছে। ১০ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে এবারের মাধ্যমিক। চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। সব কিছু মিলিয়ে নেওয়ার পালা। বাংলার রচনা, ইংরেজির আনসিন, ইতিহাসের বড়ো প্রশ্ন, ভূগোলের ম্যাপ-পয়েন্টিং, জীবন বিজ্ঞানের আঁকা, অংকের সম্পাদ্য-উপপাদ্য-এক্সট্রা, ভৌত বিজ্ঞানের সমীকরণ- সব একদম ঠিক-ঠাক আছে কিনা, তা মিলিয়ে নেওয়ার এটাই তো মাহেন্দ্রক্ষণ।
বছরভর আপনজনের স্টাডি-পয়েন্টে ছোটো-বড়ো বিভিন্ন ধরনের সব বিষয়ের প্রশ্নপত্র নিয়ে আলোচনা প্রকাশ হয়েছে। এবার তাই প্রস্তুতির এক্কেবারে শেষ পর্বে ৭ দিনে থাকবে সাতটি বিষয়ের সম্পূর্ণ প্রশ্নপত্র। তোমাদের প্রস্তুতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিতে ক্ষতি কী! কাজে লেগে যেতেই পারে! আশা করি, কাজে লাগবে। সকলকে শুভেচ্ছা, আন্তরিক অভিনন্দন।।

সৌজন্যে: ধী-লার্ন অ্যাকাডেমী

মক টেস্ট

ভূগোল
(GEOGRAPHY)

Time- Three Hours Fifteen Minutes
(First FIFTEEN minutes for reading question paper only)
Full Marks - 90
Special credit will be given for answers which are brief and to the point.
Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness and bad handwriting.

(নতুন পাঠ্যসূচি)
(কেবলমাত্র দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী)

বিভাগ –'ক'

১। বিকল্পগুলির থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখোঃ ১×১৪=১৪

১.১. অবরোহন ও আরোহন প্রক্রিয়ার সম্মিলিত ফল হলো -
(ক) নগ্নীভবন (খ) ক্ষয়ীভবন
(গ) পুঞ্জিত ক্ষয় (ঘ) পর্যায়ন

১.২ বালুকাময় মরুভূমি সাহারায় যে নামে পরিচিত-
(ক) আর্গ (খ) কুম
(গ) হামাদা (ঘ) রেগ

১.৩. বায়ুর আর্দ্রতা নির্ণয় করা হয় যার সাহায্যে -
(ক) অ্যানিমোমিটার (খ) হাইগ্রোমিটার
(গ) ব্যারোমিটার (ঘ) থার্মোমিটার

১.৪ ফ্রান্সের রোন নদীর উপত্যকায় প্রবাহিত শীতল স্থানীয় বায়ুকে বলে-
(ক) বোরা (খ) চিনুক
(গ) সিরোক্কো (ঘ) মিস্ট্রাল

১.৫ এল নিনোর আবির্ভাব হয় যে মহাসাগরে -
(ক) আটলান্টিক (খ) ভারত
(গ) প্রশান্ত (ঘ) কুমেরু

১.৬ সি.জি.গিতে চাঁদ-সূর্য- পৃথিবীর অবস্থান থাকে যত ডিগ্রী কোনে-
(ক) ১৮০° (খ) ১৬০°
(গ) ১৪০° (ঘ) ১২০°

১.৭ একটি তেজঃস্ক্রিয় বর্জ্যের উদাহরণ হলো-
(ক) অ্যাসবেসটর (খ) থোরিয়াম
(গ) সিরিঞ্জ (ঘ) তুলা

১.৮ শিবালিক ও হিমাচল হিমালয়ের মাঝে অবস্থিত অনুদৈর্ঘ্য নীচু অংশ যে নামে পরিচিত তা হলো-
(ক) তাল (খ) কারেওয়া
(গ) গিরিপথ (ঘ) দুন

১.৯ পশ্চিমবঙ্গে গ্রীষ্মকালে বিকালবেলায় সৃষ্ট ঝড়বৃষ্টি যে নামে পরিচিত -
(ক) বরদৌছিলা (খ) নরওয়েস্টার
(গ) আম্রবৃষ্টি (ঘ) চেরীব্লসম

১.১০ যেটি মৃত্তিকা সংরক্ষণের পদ্ধতি নয় –
(ক) ঝুমচাষ (খ) ফালিচাষ
(গ) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ (ঘ) ধাপচাষ

১.১১ সামুদ্রিক লবনাক্ত বাতাস প্রয়োজন হয় যে ফসল চাষের জন্য-
(ক) চা (খ) গম
(গ) আখ (ঘ) ধান

১.১২ ভারতের ইক্ষুরাজ্য বলা হয়-
(ক) উত্তরপ্রদেশকে (খ) মধ্যপ্রদেশকে
(গ) অরুনাচলপ্রদেশকে (ঘ) হিমাচল প্রদেশকে

১.১৩ একটি শিকড় আলগা শিল্পের উদাহরণ হলো-
(ক) লৌহ ইস্পাত (খ) কার্পাস
(গ) পেট্রোরসায়ন (ঘ) ইঞ্জিনিয়ারিং

১.১৪. যে ভূবৈচিত্র্যসূচক মানচিত্রে অক্ষাংশের বিস্তৃতি 4°×4° সেই মানচিত্রের সূচক হলো-
(ক) $74\frac{D}{10}$ (খ) $74\frac{1}{D}$
(গ) 74 (ঘ) $\frac{74}{D}$

বিভাগ -'খ'

২) ২.১ নিম্নলিখিত বাক্যগুলি শুদ্ধ হলে পাশে 'শু' এবং অশুদ্ধ হলে পাশে 'অ' লেখো। (যে-কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও ।) ১×৬=৬

২.১.১. ষষ্ঠাঘাতের সূত্রানুযায়ী নদীর গতিবেগ দ্বিগুন হলে তার বহনক্ষমতা 64 গুণ বা 2^6 হারে বৃদ্ধি পায়।
২.১.২ 40° দক্ষিণ অক্ষাংশে বায়ুর গতিবেগ প্রবল ও সশব্দ থাকে বলে তাকে অশ্ব অক্ষাংশ বলে।
২.১.৩ ভারত মহাসাগরে শৈবাল সাগর দেখা যায়।
২.১.৪ যে সকল বর্জ্য বিয়োজিত হয়ে মাটি, জল ও বাতাসের সাথে মিশে যায় তাকে জৈব- অভঙ্গুর বর্জ্য বলে।
২.১.৫ উত্তর ভারতের প্রাচীন পলিমৃত্তিকাকে ভাঙ্গার বলে।
২.১.৬ সোনালী চতুর্ভুজের মাধ্যমে কলকাতা- মুম্বাই-চেন্নাই- দিল্লী যুক্ত।
২.১.৭ ISRO হল ভারতের মহাকাশ গবেষণার প্রধান সংস্থা।

২.২ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো। ১×৬=৬
(যেকোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

২.২.১. নদীগর্ভে অবঘর্ষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট গর্তগুলিকে _____ বলে।
২.২.২ পুবালি জেট বায়ু _____ বায়ুকে ভারতে আসতে বাধ্য করে।
২.২.৩ জোয়ারের জল নদীর মোহনা দিয়ে উলটো খাতে প্রবেশ করাকে _____ বলে।
২.২.৪ গ্যাসীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি পদ্ধতি হল- _____।
২.২.৫ জোয়ার বাজরা রাগি প্রভৃতি ফসলকে একত্রে _____ বলে।
২.২.৬ সংযোজন ভিত্তিক শিল্প বলা হয় _____ শিল্পকে ।
২.২.৭ মহাকাশে উপবৃত্তাকার কক্ষপথের যেখানে কৃত্রিম উপগ্রহ রাখা হয় তাকে _____ বলে।

২.৩ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও (যে-কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও) ১×৬=৬

২.৩.১ সাহারা মরুভূমির চলমান বালিয়াড়িতে কি বলে?
২.৩.২ বৈপরীত্য উত্তাপের ফলে সৃষ্ট উর্ধ্বগামী উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ কে কি বলা হয়?
২.৩.৩ সামুদ্রিক মাছের প্রধান খাদ্য কি?
২.৩.৪ ভারতীয় মূল ভুখন্ডের দক্ষিণতম বিন্দুর নাম কি?
২.৩.৫ ভারতের অরণ্য গবেষণাগার কোথায় অবস্থিত?
২.৩.৬ ভারতের বৃহত্তম বেসরকারী পেট্রোরসায়ন শিল্পকেন্দ্র কোনটি?
২.৩.৭ ভারতের প্রধান অভ্যন্তরীণ জলপথ যুক্তকারী কেন্দ্র দুটির নাম লেখো।
২.৩.৮ FCC এর পুরো নাম লেখো।

২.৪ বামদিকের সাথে ডানদিকের গুলি মিলিয়ে লেখো। ১×৪=৪

বামদিক	ডানদিক
২.৪.১ ডেকান ট্রাপ	১. পেরাম্বুর
২.৪.২ চিকমাগালুর	২. লাভামালভূমি
২.৪.৩ কয়াল	৩. কফি গবেষণাগার
২.৪.৪ রেলের বগি নির্মান কেন্দ্র	৪. মালাবার উপকূল

বিভাগ –'গ'

৩. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও: (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) ২×৬=১২

৩.১. লোয়েস কী?
অথবা,
ডিমভর্তি ঝুড়ি ভূমিরূপ কী?
৩.২. জেট বায়ু কাকে বলে?
অথবা,
সি.জি.গি কী?
৩.৩ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ভরাটকরণ বলতে কি বোঝো?
অথবা,
বর্জ্যের পুনঃ ব্যবহার কাকে বলে?
৩.৪ সামাজিক বনসৃজন কাকে বলে?
অথবা,
মৌসুমী বিস্ফোরণ বলতে কি বোঝো?
৩.৫ তথ্য প্রযুক্তি শিল্প কাকে বলে?
অথবা,
জনঘনত্ব বলতে কি বোঝো?

৩.৬ সেন্সর বলতে কি বোঝো?

অথবা,

উপগ্রহ চিত্রের দুটি ব্যবহার লেখো।

বিভাগ - ঘ

৪। সংক্ষপ্ত ব্যাখামূলক উত্তর দাওঃ (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) ৩×৪=১২

৪.১. বদ্বীপ গঠনের তিনটি অনুকূল পরিবেশের বিবরণ দাও।

অথবা,

সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ুর মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো।

৪.২. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার তিনটি প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।

অথবা,

উদাহরনসহ প্রকৃতি অনুসারে বর্জ্যের শ্রেণীবিভাগ করো।

৪.৩. ভারতে নগরায়ণের তিনটি সমস্যা আলোচনা কর।

অথবা,

পাঞ্জাব-হরিয়ানায় কৃষির উন্নতির কারণগুলি লেখো।

৪.৪. দুর সংবেদন ব্যবস্থার তিনটি অসুবিধা লেখো।

অথবা,

ভু-বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্রের তিনটি গুরুত্ব লেখো।

বিভাগ – 'ঙ'

৫। **৫.১. যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।** **৫×২=১০**

৫.১.১. হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট তিনটি প্রধান ভূমিরূপ চিত্রসহ বর্ণনা করো।

৫.১.২ উচ্চতা ভেদে উষ্ণতার তারতম্য অনুসারে বায়ুমন্ডলের সর্বনিম্ন দুটি স্তরের বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা কর।

৫.১.৩. চিত্রসহ শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাতের প্রক্রিয়া বর্ণনা করো।

৫.১.৪. জোয়ার ভাটা সৃষ্টির কারণ চিত্রসহ বর্ণনা করো।

৫.২. যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও। **৫×২=১০**

৫.২.১. ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের মধ্যে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য আলোচনা করো।

৫.২.২. গম উৎপাদনের অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্ণনা করো।

৫.২.৩ পূর্ব ভারতে লৌহ ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণ ব্যাখ্যা করো।

৫.২.৪ ভারতে শহর ও নগর গড়ে ওঠার কারণগুলো আলোচনা কর।

বিভাগ- চ

৬) প্রশ্নপত্রের সাথে প্রদত্ত রেখা-মানচিত্রে নিম্নলিখিত গুলি উপযুক্ত প্রতীক ও নামসহ চিহ্নিত করে মানচিত্রটি উত্তর পত্রের সঙ্গে জুড়ে দাও। **১×১০=১০**

৬.১ আরাবল্লী পর্বত

৬.২ ভারতের সর্বোচ্চ মালভূমি

৬.৩ দক্ষিন ভারতের দীর্ঘতম নদী

৬.৪ ভারতের সর্বাধিক বৃষ্টিপাতমুক্ত স্থান।

৬.৫ ভারতের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য অঞ্চল।

৬.৬ একটি কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল।

৬.৭. দক্ষিণ ভারতের একটি প্রধান কফি উৎপাদক অঞ্চল।

৬.৮. ভারতের রুঢ়।

৬.৯ ভারতের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

৬.১০ পশ্চিম ভারতের একটি মহানগর।

আবুল কালাম আজাদ মেমোরিয়াল হাই মাদ্রাসার সুবর্ণ জয়ন্তীতে নারী সুরক্ষা ও সাইবার সচেতনতা

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসতের ছোট জাগুলিয়া মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মেমোরিয়াল হাই মাদ্রাসার (উঃ মাঃ) ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হলো গৌরবময় সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উৎসব। ২৭শে জানুয়ারী সকালে বর্ণাঢ্য সূচনা হয় শোভা যাত্রার মাধ্যমে। এরপর জাতীয় পতাকা ও মাদ্রাসার পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২৭শে জানুয়ারী থেকে ৩০শে জানুয়ারী পর্যন্ত বর্ণময় অনুষ্ঠানের পরতে পরতে ছিল উৎসবের ছোঁয়া। মাদ্রাসা ক্যাম্পাস সাজিয়ে তোলা হয়েছিল একেবারে অন্য মাত্রায়। আবুল কালাম আজাদ মেমোরিয়াল হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ ইমতিয়াজ উদ্দিন সহ তাঁর গোটা টিমের তত্বাবধানে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ সাইবার ক্রাইম শাখার উদ্যোগে নারী পাচার, নারী সুরক্ষা ও সাইবার অপরাধ বিষয়ক সচেতনতা, মুকাভিনয়, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সহায়তায় টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ, ম্যাজিক শো, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পুনর্মিলন, অনুষ্ঠানসূচি থেকে বাদ যায়নি কোনো বিষয়ই। এছাড়াও ছিল আন্তঃ মাদ্রাসা নক আউট

ভলিবল প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা,আন্তঃ মাদ্রাসা গজল প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, কেরাত প্রতিযোগিতা। প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ছিল ১৫০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানের শেষ দিন বিশ্বনবীর জীবনাদর্শ চর্চারও আয়োজন করে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। সকলের মঙ্গল কামনায় বিশ্ব শান্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় দোয়ার মাহফিল। চার দিনই অতিথি ও বিশিষ্টজনদের সমাহারে মাদ্রাসায় বসেছিল চাঁদের হাট । মাদ্রাসার গৌরবময় সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উৎসবের উদ্বোধন করেন মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ডক্টর শেখ আবু তাহের কামরুদ্দীন। অন্যান্য দিনগুলিতে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের উপ-সচিব আজিজার রহমান, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সংখ্যালঘু আধিকারিক পূর্ণিমা দে, এআই মাদ্রাসা মৌসুমী সরকার, জেলা পরিষদের কর্মধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি, বারাসত-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন বাবলু প্রমুখ। সুশৃংখলভাবে চার দিনের উৎসব যেন বুঝিয়ে দিচ্ছিল শিক্ষা ও শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপ্রেমীদের প্রতি নিবেদিত প্রাণ আবুল কালাম আজাদ মেমোরিয়াল হাই মাদ্রাসা । মাদ্রাসার সুদৃশ্য ক্যাম্পাসে বিরাজ করছিল উৎসবের আমেজ । মাদ্রাসার দেওয়ালে শিক্ষামূলক অভিনব চিত্রকলা নজর কাড়ছিল সকলের। জানা গিয়েছে, ওই মাদ্রাসায় প্রায় ৭০০ শিক্ষার্থী রয়েছে। প্রায় ৪০ জন শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছে পাঠদানের জন্য। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, ভোকেশনাল শাখায় বর্তমানে নজর কাড়া সাফল্য পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। এবছর নতুন সংযোজন হলো উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান বিভাগের। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ডক্টর শেখ আবু তাহের কামরুদ্দীন মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাস তুলে ধরে ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরও ত্বরান্বিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান। বারাসত ১ নম্বর ব্লকের ছোট দিঘায় ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মেমোরিয়াল হাইমাদ্রাসার সূচনার ইতিহাস তুলে ধরে মাদ্রাসার উত্তরণের জন্য সকলকে নিষ্ঠাবান হওয়ার পরামর্শ দেন উপ-সচিব আজিজার রহমান। উত্তর ২৪ পরগানা জেলা সংখ্যালঘু আধিকারিক পূর্ণিমা দে, এআই মাদ্রাসা মৌসুমী সরকাররা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের উত্তরণের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। আগত সকল বিশিষ্টজনেরা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মেমোরিয়াল হাই মাদ্রাসার পরিবেশ পরিকাঠামো এবং শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর মান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ ইমতিয়াজ উদ্দিনের কথায়, মাদ্রাসার ৫০ বছর পূর্তিকে স্মরণীয় করে রাখতে আমাদের এই আয়োজন সার্থক। এই মাদ্রাসার সুনাম বৃদ্ধি করতে নিষ্ঠার সঙ্গে নিরলস ভাবে কাজ করে যাব।

‘বঙ্গে আরবি-ফার্সি ভাষার চর্চা’ নিয়ে সেমিনার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: “বঙ্গে আরবি-ফার্সি ভাষার চর্চা” শিরোনামে গত ২৮ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট হলে উদযাপিত হল এক জাতীয় সেমিনার। এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শান্তা দত্ত। তিনি এই সেমিনারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক করেন। উপস্তিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. দেবাশীষ দাস,কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলা বিভাগের ড. সনৎ কুমার নস্কর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিট এবং ফাইনান্স অফিসার প্রফেসর ডক্টর যাদব কৃষ্ণ দাস। চারটি পর্বে এই সেমিনার আয়োজন করা হয়েছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রফেসর, স্কলার ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগন তাঁদের তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন।বঙ্গে আরবি ফার্সি ভাষার চর্চা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে,

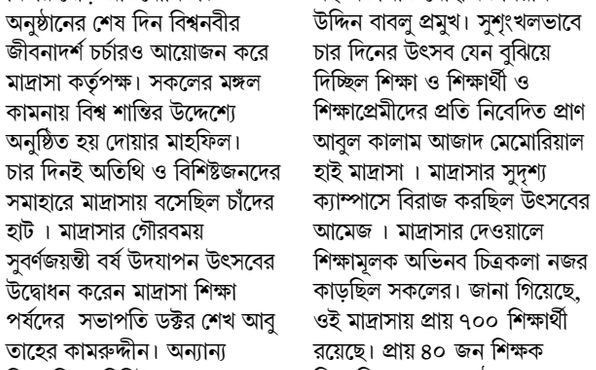

বহু জ্ঞানগর্ভ তথ্য উঠে আসে। বলাবাহুল্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ও ফার্সি বিভাগ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে চালু হয়েছিল। সেই পথ চলা থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সুখ্যাতির সাথে আরবি ও ফার্সির প্রচার প্রসার ও উন্নতি সাধনে এই বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং স্কলাররা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আরবি ফার্সি বিভাগকে এক ঐতিহাসিক স্থানে আসীন করতে সক্ষম হয়েছেন।বহু কৃতি সন্তান এখান থেকে লালিত হয়ে দেশ-বিদেশের মাটিতে আরবি ও ফার্সি ভাষা প্রচার প্রসার ও সমৃদ্ধির পথ মসৃণ করে চলেছেন। উপাচার্য শান্তা দত্তের মন্তব্য এদিনের সেমিনারে নতুন মাত্রা দিয়েছে। তিনি জানান, প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব মর্যাদা আছে। সেই মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াস সেই ভাষাভাষীদের নিতে হবে। ভাষার প্রতি প্রেম প্রেম ভালোবাসা থাকা উচিত। ভাষা নিয়ে গর্ব হওয়া উচিত। প্রত্যেক বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী সহ স্কলাররা সেই ভাষায় কথা বলুক। এতে ইউনিভার্সিটির সৌন্দর্য বাড়বে। প্রফেসর ড. অমিত দের সমাপনী বক্তব্য যথেষ্ট বাহ্বা পায়।

ছবি: হাসানুজ্জামান পাইক

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী হরিহরপাড়ায়

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ব্লকের হরিহরপাড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকিতে তিন দিন ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। শুক্রবার ছিল দ্বিতীয় দিন। বৃহস্পতিবারে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন হরিহরপাড়া বিধানসভার বিধায়ক নিয়ামত শেখ। স্কুল প্রাঙ্গনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথমে প্রদীপ জালিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। এবং স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং প্রাক্তন শিক্ষক ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি থেকে সদস্যদের ফুলের তোড়া ব্যাচ পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হচ্ছে
খাজিম আহমেদ-এর
অনন্য গ্রন্থ

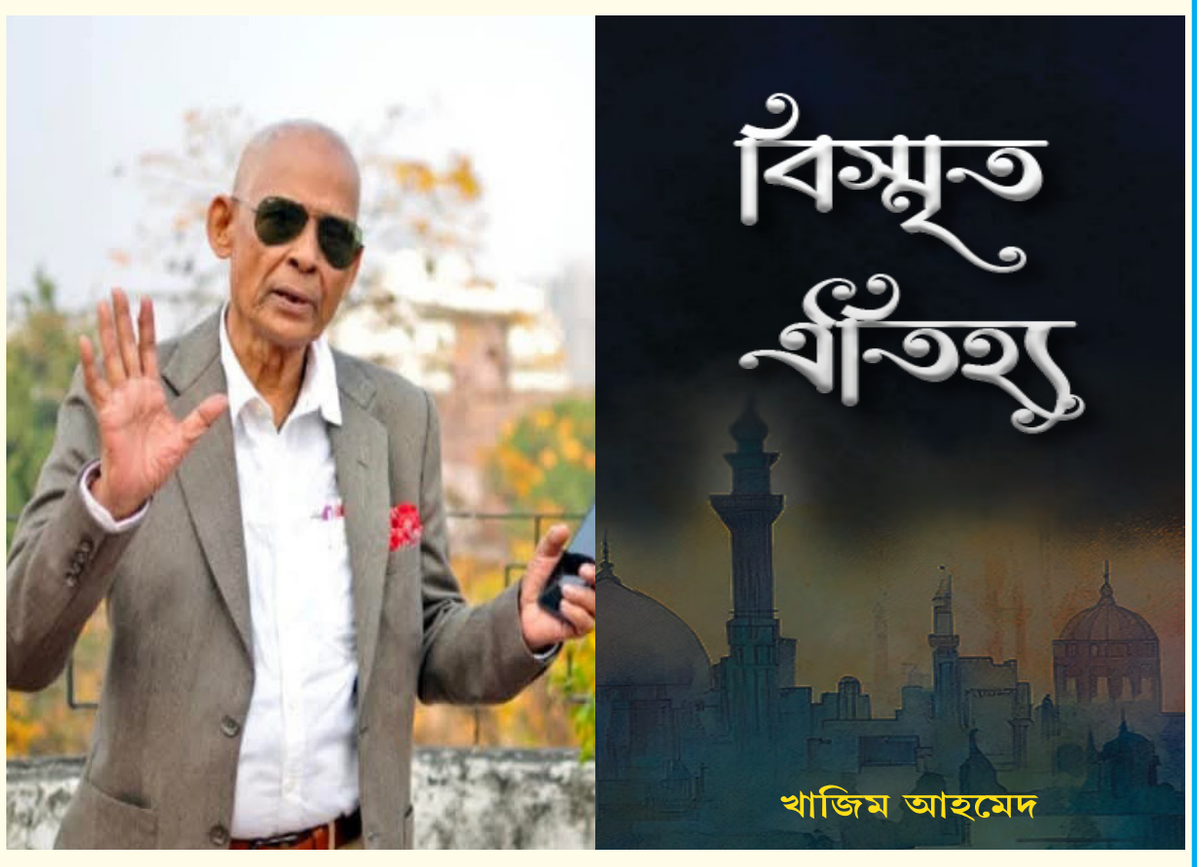

উদ্বোধন: ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, বিকাল ৩টায়
আপনজন পাবলিকেশন
কলকাতা বইমেলায় স্টল নং:
৪০০
৭ ও ৮ নম্বর গেটের কাছে
আপনজন
বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
www.aponzonepatrika.com

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন বাংলাদেশের ক্রীড়া বিশ্লেষক দেব চৌধুরি

মোস্তাফিজুর রহমান ● ঢাকা

আপনজন: বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া বিশ্লেষক ও সাবেক ৭১ টিভির ক্রীড়া সাংবাদিক দেবদুলাল চৌধুরি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।
গতকাল রাজধানীর দারুস সালাম শাহী জামে মসজিদে বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার আব্দুল হাই খালিদ সাইফুল্লাহ তাঁকে কলেমা পড়িয়ে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন।
সহযাত্রীদের উপস্থিতিতে নেয়া এই জীবন-পরিবর্তনকারী সিদ্ধান্ত তার ব্যক্তিগত যাত্রার নতুন অধ্যায় সূচনা করেছে।
শাহাদাৎ অর্থাৎ ইসলামিক বিশ্বাসের ঘোষণাপত্র গ্রহণের আগে, দেব চৌধুরী বলেন, "আমি নিজ উদ্যাগে মুসলিম হচ্ছি আজ। আমি আরবি পড়তে পারি না। তবে আমার রুমে ৩ টা বাংলা ট্রান্সলেটেড কুরআন আছে।"
ইসলাম গ্রহণের পর অনেক মানুষ তাকে জড়িয়ে ধরেন এবং তিনি উপহার হিসেবে ফুল ও পোশাকসহ অন্যান্য উপহার গ্রহণ করেন।

মহকুমা ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা খয়রাশোলে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের উদ্যোগে ও সিউড়ী মহকুমা অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের ব্যবস্থাপনায় এবং খয়রাশোল ও খয়রাসোল দক্ষিণ চক্রের আয়োজনে প্রাথমিক, নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়,মাদ্রাসা ও শিশুশিক্ষা কেন্দ্র সমূহের পড়ুয়াদের নিয়ে যোগা, দৌড়, জিমনাস্টিক, আলুদৌড়, লংজাম্প, হাইজাম্প সহ মোট ৩৪ টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। উল্লেখ্য পঞ্চায়েত ভিত্তিক খেলায় যে সমস্তছাত্রছাত্রীরা ১ম স্থান অধিকার করে তারা সার্কেলের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে থেকে আবার যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী ১ম স্থান অধিকার করে তারাই মূলত এদিন শুক্রবার সিউড়ী মহকুমা ৪০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় লোকপুর থানার নাকড়াকোন্দা হাইস্কুল মাঠে চূড়ান্ত পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এদিনের খেলায় ইভেন্ট অনুযায়ী ১ম,২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের শংসাপত্র সহ পুরস্কৃত করা হয়। আজকের প্রতিযোগিতায় থেকে যেসমস্ত প্রতিযোগিরা ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করেছে তারা জেলা পর্যায়ের খেলায় অংশ নিতে পারবে বলে জানা যায়। উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি ডঃ প্রলয় নায়েক,এ আই আনারুল ইসলাম,১২ টি সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকেরা,যুগ্ম আহ্বায়ক অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক খয়রাশোল রবিউল ইসলাম ও আশিষ মাহাত,লোকপুর থানার ও সি পার্থ কুমার ঘোষ, ক্রীড়া সম্পাদক শ্যামল গায়েন, শিক্ষক উজ্জ্বল হক কাদেরী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ।

নানুরে দক্ষিণ চক্র ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

কাজী আমীরুল ইসলাম● নানুর

আপনজন: ৪০ তম বোলপুর মহকুমা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নানুর দক্ষিণ চক্রে।আটটি চক্রে ২৭২ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছে। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখার মতো আয়োজন করা হয়েছিল। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছোট ছোট বাচ্চাদের হাতে গল্পের বই তুলে দেন বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ ,নানুরের বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি, নানুরের সমষ্টি উন্নয়নের আধিকারিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। বাচ্চা ছেলে মেয়েদের মাঠমুখি ও খেলাধুলার আগ্রহ বাড়াতে এবং বই পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ। এই ক্রিড়া প্রতিযোগিতায় দৌড়, লংজাম, হাই জাম, ব্যায়াম ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলা হয়। প্রতিযোগিতায় যারা অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হয়েছে প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় তাদেরকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয় ও সংশয়পত্র দেওয়া হয়।

ভগবান চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বাবলু হাসান লস্কর● জামতলা

আপনজন: সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত জামতলা ভগবান চন্দ্র উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বারে বারে এই বিদ্যালয়টি সুনামের সহিত জেলার সেরা খ্যাতি অর্জন করে আসছে। এখানকার ছাত্রছাত্রীরা একাধিক বিষয়ে যেমন সুনাম অর্জন করছে তেমনি একাধিক প্রতিকূলতা কাটিয়ে তারা উচ্চতার শিখরে পৌঁছাবার চেষ্টাও করছে। বিশেষ করে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন বেসরকারি স্কুলের কাছেও পাল্লা দিয়ে এরা সুনাম অর্জন করছে এই সরকারি বিদ্যালয়টি শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও তাদের প্রচেষ্টায় শিক্ষা ক্ষেত্রে আধুনিকতার ছোঁয়ায় এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা জেলায় নজির গড়ছেন। পড়াশোনার সাথে সাথে খেলাধুলার মান উন্নয়নে নজর দিচ্ছেন শিক্ষকরা। জেলার একাধিক নামিদামি স্কুল কে পিছনে ফেলে জামতলা ভগবান চন্দ্র উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র শুভজিৎ হালদার রাজ্য স্তরের অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অধিনায়কদের অনুষ্ঠান বাতিল

আপনজন ডেস্ক: একসঙ্গে এত অধিনায়ককে আর কোথাও দেখা যায় না বললেই চলে। 'ক্যাপ্টেনস ইভেন্ট' সবাইকে এ সুযোগটা করে দেয়। আর এটা হতে পারে শুধু আইসিসির কোনো টুর্নামেন্টের আগে। তবে এবারের অনেক আলোচিত চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অধিনায়কদের এই অনুষ্ঠান হচ্ছে না। পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ এই খবরই দিয়েছে। শুধু এটি নয়, পাকিস্তানের বহুল আকাঙ্ক্ষিত এই টুর্নামেন্টে থাকছে না কোনো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানও।
স্বাভাবিকভাবেই অধিনায়কদের এই অনুষ্ঠান করতে চেয়েছিল পিসিবি। তবে যাঁদের নিয়ে অনুষ্ঠান করবে, সেই অধিনায়কদেরই সময়মতো পাচ্ছে না তারা। ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা পাকিস্তানে যাচ্ছেন না, ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া সেটি নিশ্চিত করেছিল। এ ছাড়া ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ককেও সময়মতো পাচ্ছে না পিসিবি। ক্রিকবাজসহ পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমগুলো তাদের সূত্রের বরাতে খবর দিয়েছে, ইসিবি ও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তাদের সফরসূচি চূড়ান্ত করেছে। সে সূচি অনুযায়ী ইংল্যান্ড ১৮ ফেব্রুয়ারি ও অস্ট্রেলিয়া ১৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে যাবে। যেখানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শুরুই হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি। ইংল্যান্ড বর্তমানে ভারত সফরে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে সিরিজ খেলছে। এই সিরিজ শেষে দলকে ৭ দিনের বিশ্রাম দিতে চায় ইসিবি। ইংল্যান্ডের ভারত সিরিজ শেষ ১২ ফেব্রুয়ারি। শ্রীলঙ্কায় অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজ শেষ হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি। পাকিস্তানে যাওয়ার আগে তারাও পাচ্ছে ৪ দিনের বিশ্রাম। এমনকি তারা পাকিস্তানে প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবে না। প্রতিটি দলের দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার সুযোগ ছিল। তবে তারা সরাসরি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেই খেলতে চাইছে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানও ঠিক একই কারণে হবে না। জিও সুপারে নাম না প্রকাশের শর্তে আইসিসির একজন কর্মকর্তা বলেছেন, পিসিবি ও আইসিসির আগ্রহ থাকার পরও ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া যথাযথ সময়ে না আসায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হচ্ছে না।
যদিও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হওয়ার বিষয়ে আগে কোনো ঘোষণা দেয়নি পাকিস্তান। ক্রিকবাজেও সেটিই বলেছেন সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা, 'আইসিসি বা পিসিবি কারও পক্ষ থেকেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ঘোষণা হয়নি।'
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা বাতিল করলেও পাকিস্তান টুর্নামেন্ট ঘিরে উদ্‌যাপন করতে চায়। জিও সুপার জানিয়েছে, ১৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচের আগে বিশেষ কোনো আয়োজন করতে চায় পিসিবি।

কোহলি-রোহিতদের সঙ্গে বাবরদের বন্ধুত্ব নিয়ে বিরক্ত মঈন খান

আপনজন ডেস্ক: ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ক্রিকেটের সেরা দ্বৈরথগুলোর একটি। ক্রিকেট মাঠে এই দুই দেশের লড়াই খেলার চেয়েও যেন বেশি কিছু। তবে কালক্রমে এই দুই দেশের লড়াইয়ের উত্তাপ যেন কিছুটা কমে এসেছে। আগের মতো সেই কথার লড়াই ও এক দলের আরেক দলকে হুমকি দেওয়ার বিষয়গুলো এখন আর দেখা যায় না।
মাঠে, বিশেষ করে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের মধ্যে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে খেলার সময় আগের সেই যুদ্ধংদেহী মনোভাবটা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এ বিষয়টি একেবারেই মানতে পারছেন না দেশটির সাবেক ক্রিকেটার মঈন খান।
সম্প্রতি পাকিস্তানি অভিনেত্রী ও ইউটিউবার উশনা শাহর সঙ্গে এক পডকাস্ট আলাপে নিজের বিরক্তির কথা খোলামেলাভাবেই বলেছেন মঈন। পাকিস্তানের সাবেক উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানের মতে, প্রতিপক্ষের সঙ্গে এমন বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ভুল বার্তা দেয় এবং প্রতিপক্ষকে চড়াও হওয়ার সুযোগ করে দেয়।
মাঠে ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর চেষ্টা দুঃখজনক উল্লেখ করে মঈন বলেছেন, 'আমাদের সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়টা এমন ছিল যে অধিনায়ক এবং সিনিয়র খেলোয়াড়েরা কথা বলতেই নিষেধ করতেন। কিন্তু এখনকার বিষয়গুলো দেখলে আমার আফসোস লাগে। ভারতের খেলোয়াড়দের প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, তাদের দল যে অসাধারণ সেটা নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন আমাদের দল তাদের চেয়ে ওপরে ছিল।'
মঈন এরপর যোগ করেন, 'এখনো ওয়ানডেতে জয়ের ব্যবধানের দিকে তাকালে আপনারা সেটা দেখবেন। তখনকার ধারাটাই এখনো চলে আসছে। সে সময় ভারতীয় ক্রিকেটাররা আমাদের কাছাকাছি আসতে চাইত। কিন্তু এমন নয় যে কোনো খেলোয়াড় মাঠে আসছে আর আমি গিয়ে তার ব্যাট হাতে নিয়ে দেখব। এটা কিন্তু ভুল বার্তা দেয়। এর মধ্য দিয়ে অন্য দল আপনার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। ওরা ভাবে, আরে এদের তো মানসিক শক্তি অনেক কম।'
মাঠে অতিরিক্ত বন্ধুত্ব প্রতিপক্ষকে অন্য রকম সুযোগ করে দেয় উল্লেখ করে মঈন এরপর বলেছেন, 'প্রতিপক্ষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার জন্য যে মানসিকতা দেখানো দরকার, সেটাকে আপনি যদি নিচে নামিয়ে আনেন, তবে আপনি তাকে নিজের দুর্বলতা দেখিয়ে দিচ্ছেন। এরপর সে-ই আপনার ওপর চড়াও হবে।'
বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটাররা যে বিরক্ত, সেটা বোঝাতে গিয়ে কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরামের প্রসঙ্গও নিয়ে আসেন মঈন, 'আমার যেখানে সুযোগ হয়েছে, আমি সব সময় খেলোয়াড়দের বলেছি। আর এই কথা আমাকে ওয়াসিম আকরামও বলেছেন। তিনি সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "আরে, ওরা গিয়ে প্রতিপক্ষের ব্যাট হাতে নিয়ে দেখে, তাদের সঙ্গে গিয়ে হাসতে হাসতে কথা বলে।" কিন্তু ভারত বা যে দলই হোক, আপনাকে আধিপত্য বিস্তার করে খেলতে হবে। আপনি কথা না বলেন, কিন্তু শরীরী ভাষা তো অন্তত দেখাবেন।'
পাকিস্তান-ভারত অবশ্য এই মাসেই আবার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ক্রিকেট মাঠে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ম্যাচে আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ে মুখোমুখি হবে দল দুটি। এখন মঈনের কথা শুনে সেই লড়াইয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা আগ্রাসী রূপে হাজির হন কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

রাজারহাটের চাঁপাগাছি উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● রাজারহাট

আপনজন: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার রাজারহাটের চাঁপাগাছি উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ দুদিন ধরে চলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজারহাট-নিউটাউনের বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের কর্মাধ্যক্ষ জাহানারা বিবি, রাজারহাটের ডিরোজিও মেমোরিয়াল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক সৈকত মন্ডল এবং সহকারী অধ্যাপক চৈতালি মুখার্জি, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি এটিএম সানাউল মোস্তফা, প্রধান শিক্ষক সুদর্শন মাইতি প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে কৃতি প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে সংবর্ধিত হন খামারাইট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহিত্যিক সাংবাদিক মহম্মদ মোফিজুল ইসলাম, পোলেরহাট মাদ্রাসার সহ শিক্ষক ইমতিয়াজ মোল্লা প্রমুখ।
বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে প্রকাশিত হয় বিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা বলাকা। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের তৈরি নানা জিনিষের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

রঞ্জি ট্রফিতে দিল্লির হয়ে কোহলির প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশা অনুযায়ী হল না

মারুফা খাতুন ● কলকাতা

আপনজন: রঞ্জি ট্রফিতে দিল্লির হয়ে বিরাট কোহলির প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি, কারণ প্রথম ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটসম্যান তেমন কোনও ছাপ ফেলতে পারেননি। ৩৬ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান ১৫ বলে মাত্র ৬ রান করে আউট হন, রেলওয়ের পেসার হিমাংশু সাংওয়ান ইনিংসের শুরুতেই তার স্টাম্প কার্টহুইলিং পাঠান। কোহলি আউট হওয়ার আগে ডেলিভারিতে বাউন্ডারি হাঁকানোর জন্য দুর্দান্ত স্ট্রেইট ড্রাইভ করেছিলেন এবং আবারও একই রকম শট নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তবে, সাংওয়ান তার লেন্থ টানেন এবং কোহলিকে বোকা বানাতে সক্ষম হন, ভারতীয় ব্যাটিং দুর্দান্তকে ছুঁড়ে ফেলে ভক্তদের আশা ভেঙে দেন, যারা ব্যাটসম্যানের খেলা দেখতে বিপুল সংখ্যক দর্শক এসেছিলেন। দিল্লির রঞ্জি ট্রফির ম্যাচের উদ্বোধনী দিনে বিরাট কোহলির উজ্জ্বল আভায় ভক্তরা অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে বিপুল সংখ্যক লোকের ভিড় জমান। তার ট্রেডমার্ক স্টাইলে, ভারতীয় সুপারস্টার সারাদিন দর্শকদের সাথে জড়িত ছিলেন, তাদের উত্তেজনা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। উন্মাদনা এতটাই উচ্চতায় পৌঁছেছিল যে সমর্থকরা প্রথম দিনের ভোর ৩টা থেকেই ভেন্যুর বাইরে লাইনে দাঁড়াতে শুরু করেছিলেন, তাদের ক্রিকেটীয় প্রতিমার এক ঝলক দেখার জন্য। প্রথম ইনিংসে কোহলির কোনও ছাপ ফেলতে না পারায়, এখন মনোযোগ কোহলির পরবর্তী পালায়। দ্বিতীয় ইনিংসে এই তারকা ব্যাটসম্যান ব্যাট করতে ফিরলে দর্শকদের ভিড় জমে থাকা সমর্থকরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইনিংসের আশায় থাকবেন। ব্যাট হাতে তীব্র ব্যাটিং করার পর কোহলি দিল্লির রঞ্জি দলে যোগ দেন। ব্যাটসম্যান মাত্র একটি সেঞ্চুরি করেছিলেন এবং আগের মরশুমে ১০টি টেস্টে একটিও হাফ সেঞ্চুরি করতে পারেননি। পার্থে বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির প্রথম টেস্টে তার একমাত্র সেঞ্চুরি এসেছিল, কিন্তু তিনি সেই গতি ধরে রাখতে পারেননি, সিরিজের বাকি চারটি ম্যাচে মোট ১০০ রানেরও কম রান করতে পেরেছিলেন। কেবল কোহলির নয়, পুরো ভারতীয় ব্যাটিং অর্ডারের খারাপ পারফরম্যান্সের কারণে বিসিসিআই আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের রঞ্জি ট্রফিতে অংশ নেওয়ার নির্দেশ দেয়। এই সপ্তাহের শুরুতে মঙ্গলবার এবং বুধবার দিল্লির রঞ্জি দলের সাথে অনুশীলন করেছেন কোহলি, এবং প্রথম দিনে আয়ুশ বাদোনির নেতৃত্বে মাঠে নেমেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা দেশ।

সদর দক্ষিণ মহকুমার ৪২ তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সেখ সামসুদ্দিন● মেমারি

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান সদর দক্ষিণ মহকুমার ৪২ তম বার্ষিক শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পাঁচড়া হাই স্কুলের খেলার মাঠে হয়। জামালপুর, রায়না, খন্ডোঘোষ, মেমারি ১, মেমারি ২, মেমারি পৌরসভার সহ সদর দক্ষিণ মহকুমার প্রতিটি চক্রের অংশগ্রহণে এক মনোরম পরিবেশে উৎসবের আবহে , মশাল দৌড়, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত ও রাজ্য সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে সূচনা হয় উক্ত প্রতিযোগিতার। বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ এর উপস্থিতিতে পূর্ণতা পায় এই বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার। অতিথিদের বরণ করে নেন বিভিন্ন চক্রের শিক্ষক, শিক্ষিকাগণ। এই সুন্দর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেমারি বিধানসভার বিধায়ক তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি সদর দক্ষিণ মহকুমা শাসক বুদ্ধদেব পান, বিডিও পার্থসারথি দে, ডি আই দেবব্রত পাল, এ আই প্রিয়ব্রত মুখার্জী সহ সমস্ত সরকারি আধিকারিকবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায় , শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু কোনার, জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান, জেলা পরিষদের সদস্যা কল্পনা সাঁতরা, পাঁচড়া অঞ্চলের প্রধান বিকাশ পাকড়ে, ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবী জয়দেব দাস, শিক্ষা সেলের বিভিন্ন চক্রের সভাপতিদেরর সুচারু কর্মদক্ষতায় প্রতিযোগিতাটি সর্বাঙ্গীন সুন্দরভাবে আয়োজিত হয়।

নেতড়া মডেল হাই মাদ্রাসায় বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান

ওবাইদুল্লালস্কর ● নেতড়া

আপনজন: প্রভাতফেরি ও পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এবং যেমন খুশি তেমন সাজো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হলো ডায়মন্ড হারবার ১ নং ব্লকের নেতড়া মডেল হাই মাদ্রাসা (উ: মা:) বাৎসরিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান।
জেলার অন্যতম এবং বহু পুরনো পরিচিত নেতড়া মডেল হাই মাদ্রাসা স্থাপিত ১৯২৬ সালে ফুরফুরা শরীফের দাদা হুজুর পীর কেবলা রহমতুল্লাহ আলাইহে আবুবকর সিদ্দিকীর হাতে প্রতিষ্ঠিত হয় নেতড়া মডেল হাই মাদ্রাসা। প্রায় ১০০ বছর ধরে নেতড়া এলাকা সহ ডায়মন্ড হারবার মহাকুমা বিভিন্ন এলাকার শিক্ষার্থীরা আসেন এই মাদ্রাসায়। প্রায় ১০০ বছর ধরে সুনামের সঙ্গে চলে আসছে এই মাদ্রাসা। প্রতি বছরের মতো এবছর মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে ২ দিন ধরে অনুষ্ঠিত হলো বাৎসরিক ক্রিয়া প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রভাতফেরির মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষে মাদ্রাসার ক্রিয়া শিক্ষক রফিকুল ইসলাম সাহেব জানান, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ২ দিন ধরে বাৎসরিক অনুষ্ঠান চলে প্রভাতফেরির মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান একচল্লিশটি ইভেন্টে ৬০০ জন ছাত্র ছাত্রী অংশ গ্রহন করেন। যেমন খুশি তেমন সাজোর মধ্যদিয়ে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে বাৎসরিক অনুষ্ঠান শেষ হয়।
অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হায়দার আলি বৈদ্য সহ অন্যআন্য শিক্ষক শিক্ষিকারা, এবং ডায়মন্ড হারবার ১ নং ব্লকের শিক্ষার কর্মদক্ষ রাজ্জাক সেখ সহ এলাকার শিক্ষানুরাগী মানুষজন।

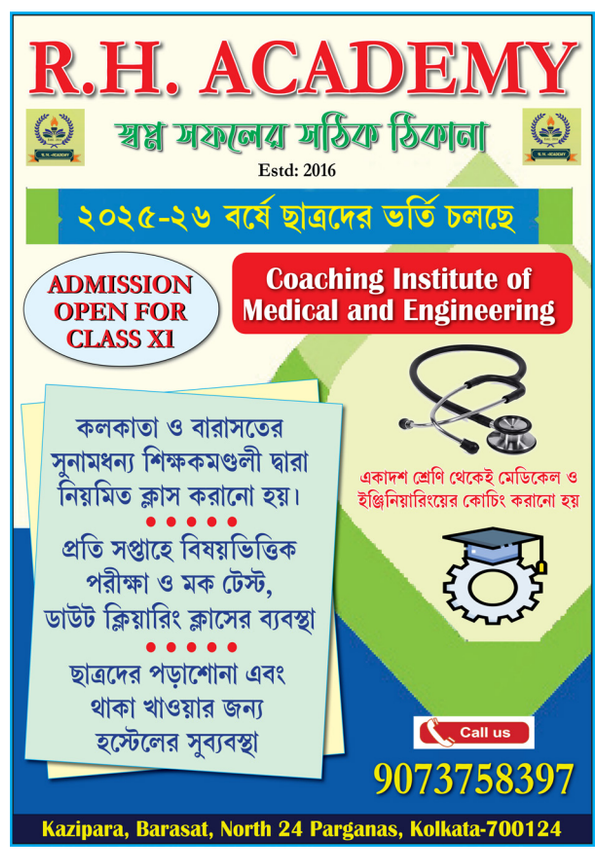

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**